বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

www.dife.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া
(অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিদর্শক
সার্বিক তত্ত্বাবধান

ড. মোঃ আনোয়ার উল্ল্যাহ
এফসিএমএ (যুগ্ম সচিব),অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক
সভাপতি

ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান
যুগ্মমহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা
সদস্য

মোঃ সামশুল আলম খান
যুগ্মমহাপরিদর্শক, সাধারণ শাখা
সদস্য

মোঃ মঞ্জুর কাদের খান
যুগ্মমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা
সদস্য

মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূইয়া
উপমহাপরিদর্শক, সেইফটি শাখা
সদস্য

মোঃ ফোরকান আহসান
তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা
সদস্য-সচিব

মোঃ মুজিবুল হক
প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম জনগণের কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার তার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে।

২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার অভিযাত্রায় বাংলাদেশের শিল্পখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। শিল্প কারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমিক, মালিক ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ব্যবসা ও বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে এই অধিদপ্তর।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আরো দক্ষতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে এই প্রতিবেদন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সর্বোপরি এ প্রতিবেদন দেশের শিল্প কারখানা ও শ্রমশক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের উৎস এবং গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে বিশ্বাস করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী

আফরোজা খান
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই প্রতিবেদনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মপরিধি, সাংগঠনিক কাঠামো, উল্লেখযোগ্য অর্জন, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাসহ বিবিধ বিষয়ের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এসব তথ্যাদি বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে প্রকাশের ফলে অধিদপ্তরের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে বিশ্বাস করি।

শিল্পকারখানায় শোভন ও শান্তিপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমের আন্তর্জাতিক মানদন্ড সমুন্নত রেখে শ্রমিক, মালিক, সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকল পক্ষের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ, মজুরী প্রদান, কর্মঘণ্টা, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে দেশের বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে ৪৩৫৮টি শিশুকক্ষ স্থাপন এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানায় ২০৪৩ টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ইতোমধ্যে পোশাকশিল্প ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প থেকে শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করতে শ্রম পরিদর্শকগণকে দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করা হচ্ছে। শ্রম আইন বাস্তবায়নে শ্রমিক ও মালিকপক্ষকে নিরন্তর সহায়তা প্রদান করছে দক্ষ শ্রম পরিদর্শকগণ।

পোশাকসহ সকল কারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ সৃজনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় উদ্যোগ (National Initiative)-এর আওতায় অ্যাসেসমেন্টকৃত ১৫৪৯টি পোশাক কারখানার সংস্কারকাজ পরিচালনা করতে ১৪ মে ২০১৭ তারিখে Remediation Coordination Cell (RCC) উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া সংস্কার কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ‘রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল-এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন’- শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের এই ইনস্টিটিউট-এর মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা, প্রশিক্ষণ, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, উচ্চতর শিক্ষা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘রূপকল্প-২১’ বাস্তবায়ন করতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আগামী দিনগুলোতে অধিকতর গতিশীলতার সঙ্গে কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। তথ্যবহুল এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সার্বিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আফরোজা খান

মুখবন্ধ:

কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং আইনগত অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। মালিকপক্ষকে শ্রম আইন বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রয়োজনে শ্রম আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে শ্রমিকের আইগত অধিকার নিশ্চিত করা এ অধিদপ্তরের দায়িত্ব। ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করে জনবল ৩১৪ থেকে ৯৯৩-এ বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে শিল্পঘন ২৩ টি জেলায় স্থাপিত উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সারাদেশে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এই অধিদপ্তর নিরলস কাজ করছে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে মালিক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর এবং দেশি-বিদেশি অংশীজনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ অধিদপ্তর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ভিশন-২০২১ এবং ভিশন-২০৪১ কে সামনে রেখে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের অনলাইন লাইসেন্সিং সিস্টেম, সেবা সহজীকরণ, অধিদপ্তরের কাজে শতভাগ ই-ফাইলিং এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রেরণ ও আনুসঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) ব্যবহারের প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যে ই-নথি কার্যক্রমে অত্র অধিদপ্তর ১৮০ টি অধিদপ্তর ও সংস্থার মধ্যে তিনবার প্রথম হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এ প্রতিবেদনে বিগত অর্থবছরে কলকাখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের চিত্র সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ অধিদপ্তরের ২৩ টি কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রমের তথ্যবহুল বিবরণ এই প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সম্পাদকীয়:

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ শিল্প এবং দোকান ও প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক, মালিকের সমন্বয়ে শোভন কর্মপরিবেশ সৃজনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ বজায় রাখতে এবং শ্রমিক অধিকার রক্ষায় এবং উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য এ অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মচারীরা নিয়মিত পরিদর্শন, তাৎক্ষণিক পরিদর্শন, উদ্বুদ্ধকরণমূলক কার্যক্রম ও প্রয়োজনে আইনগত পরামর্শসহ নানাবিধ সেবা প্রদান করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন-২০২১ অর্জন এবং ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। দেশে ব্যবসাবান্ধব ও বিনিয়োগবান্ধব শোভন কর্মপরিবেশ সৃজনে অধিদপ্তর অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও ইতোমধ্যে যথেষ্ট সাফল্য বয়ে এনেছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের স্থিতিশীল ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাপক অবদান রাখার লক্ষ্যেই কাজ করছে এই অধিদপ্তর।

প্রধান কার্যালয় এবং ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যায়ের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে সারাদেশের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে এই অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। দেশের বিশাল শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী এবং ইকোনমিক ইউনিটের তুলনায় অধিদপ্তরের জনবল ও অবকাঠামো নিতান্তই অপ্রতুল। এতদসত্বেও অধিদপ্তরের জনশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নির্ধারণ করে অধিদপ্তরের কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে।

অধিদপ্তরের বিগত অর্থবছরের কার্যক্রম নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৬-১৭। এজন্য আমরা আনন্দিত। সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তথাপি এ প্রকাশনায় নানা অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে যেতে পারে। ত্রুটি বিচ্যুতি ও ঘাটতি বিষয়ে পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি এবং পরবর্তী বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শ কামনা করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. আনোয়ার উল্ল্যাহ, এফসিএমএ
(যুগ্ম সচিব)
অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	০৫
২	অধিদপ্তরের কার্যক্রম	০৬
৩	অধিদপ্তরের গঠন	০৬
৪	প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখার গঠন ও কার্যক্রম	০৭
৫	সেইফটি শাখার গঠন ও কার্যক্রম	১৫
৬	স্বাস্থ্য শাখার গঠন ও কার্যক্রম	২১
৭	সাধারণ শাখার গঠন ও কার্যক্রম	২৪
৮	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ ও কাজ	২৮
৯	প্রকল্পসমূহ	৩২
১০	বৈশ্বিক অংশীজনদের সাথে কার্যক্রম	৩৩
১১	অধিদপ্তরের আধুনিকায়নে গৃহীত উদ্যোগ	৩৪
১২	২০১৬-১৭ অর্থবছরে ডাইফ-এর অর্জন	৩৭
১৩	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৪৫
১৪	অন্তরায়সমূহ	৪৭
১৫	বিবিধ	৪৮

ভূমিকাঃ

দেশের কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন এবং শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান, ন্যূনতম মজুরী প্রদান নিশ্চিতকরণ, নির্ধারিত কর্মঘণ্টা ছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়ন করে এই অধিদপ্তর। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা সমুন্নত রেখে শ্রমিক, মালিক, সরকার ও বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে ডাইফ। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ক্রমবর্ধমান বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার বাস্তবায়নসহ নিরাপদ, শোভন ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সৃজনের দায়িত্ব পালন করছে।

২০১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করে জনবল ৩১৪ থেকে ৯৯৩-এ বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে ০১ টি প্রধান কার্যালয় এবং ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে এই অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের বিভিন্ন শাখা, উপশাখা এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে সম্পাদিত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কার্যক্রম, গৃহীত কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি, অধিদপ্তরের আধুনিকায়নে গৃহীত উদ্যোগ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. অধিদপ্তরের কার্যক্রম

- বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ অনুযায়ী কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে কর্মস্থলের সেইফটি নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনে বর্ণিত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা।
- শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী, সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, কল্যাণ, মজুরী পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি দেখভাল করার জন্য কারখানা, দোকান, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন, সড়ক পরিবহন প্রভৃতি পরিদর্শন করা।
- কারখানা নির্মাণের জন্য কারখানা ভবনের নকশা ও মেশিন লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন এবং কারখানা সম্প্রসারণের জন্য লে-আউট সম্প্রসারণের নকশা অনুমোদন।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধি অনুমোদন।
  বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান।
- আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কারখানা কর্তৃপক্ষকে শ্রম আইনের কতিপয় ধারা বা বিধি থেকে অব্যাহতি প্রদান।
- আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা।
- শ্রমিক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ তদন্ত করে আইনানুগভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এবং DIFE-সংশ্লিষ্ট আদেশ নির্দেশ বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করা।
- শ্রমিক অধিকার এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করা।
- শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের মধ্যে শ্রম আইন বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। শ্রম আইন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- কলকারখানা নিবন্ধীকরণ, কারখানার লাইসেন্স নবায়ন ও সনদপত্র ইস্যু।
- শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন এবং দরকষাকষি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ রক্ষা করা।
- শ্রম পরিদর্শন, মজুরী ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা এবং শ্রম পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা।
- বিভিন্ন কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিভিন্ন কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনের জন্য সরকার ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করা।
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন: শ্রম পরিদর্শন, মজুরী, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা।

৩. অধিদপ্তরের গঠন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক এবং একজন যুগ্ম সচিব অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিদর্শকের দিকনির্দেশনায় প্রধান কার্যালয়ের চারটি শাখা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রধান কার্যালয়ের চারটি শাখা নিম্নরূপ:

১. প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা

২. সেইফটি শাখা

৩. স্বাস্থ্য শাখা

৪. সাধারণ শাখা

৪. প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখার গঠন ও কার্যক্রম

একজন যুগ্মমহাপরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে ০১ জন উপমহাপরিদর্শক, ২ জন সহকারী মহাপরিদর্শক, ১ জন তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, ১ জন আইন কর্মকর্তা, ১ জন পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা এবং ১ জন গ্রন্থাগারিক-এর সমন্বয়ে প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা গঠিত। প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখার অধীনে ৫টি উপশাখা রয়েছে। প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, অধিদপ্তরের জনবলের দক্ষতাবৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, নিয়োগ, বদলী, পদায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মহাপরিদর্শককে সহযোগিতা করা এই শাখার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া অধিদপ্তরের আইনগত বিষয়াদি দেখাশোনা, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচার ও প্রকাশনা, মিডিয়া যোগাযোগ ও গণসংযোগ, তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য প্রদান, বাজেট প্রণয়ন, ব্যয় বিভাজন, ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি কাজও এ শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

টেবিল ১: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

ক্রমিক নং	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-১৭ অর্থবছর)	অর্জন (২০১৬-১৭ অর্থবছর)
০১	পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	৭০	৬৬
০২	কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	২৫০০	২০০০
০৩	পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৩২০০০	৩২৯২৪
০৪	পরিচালিত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম	সংখ্যা	৪২৫	৫৩৩
০৫	মামলা দায়ের	শতকরা	১০০	১০০
০৬	প্রদানকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	৬০০০	৮০১৩
০৭	নবায়নকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	১২০০০	১০৭৩২
০৮	প্রশিক্ষণ ঘণ্টা	ঘণ্টা	২০০	২৪০
০৯	প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	৩০০	৬১৪

টেবিল ২: জনবল

	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত
১ম শ্রেণী	২১৫	৭৪
২য় শ্রেণী	৩৬৫	২৩২
৩য় শ্রেণী	২০৬	১১১
৪র্থ শ্রেণী	২০৭	৩২
সর্বমোট	**৯৯৩**	**৪৪৯**

টেবিল ৩: যানবাহন ও যন্ত্রপাতি

ক্রমিক নং	যানবাহন ও যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা
১	জীপ	০৩
২	কার	০১
৩	মাইক্রোবাস	২৭
৪	মোটরসাইকেল	১৭০
৫	স্কুটি	৪০
৬	ডেক্সটপ কম্পিউটার	১৫৪
৭	ল্যাপটপ	৩৪
৮	ট্যাব	৭৫
৯	প্রিন্টার	১১৯
১০	ফ্যাক্স মেশিন	০৯
১১	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	০৯

১২	ফটোকপিয়ার	২৩
১৩	ক্যামেরা (হ্যান্ডি)	০২
১৪	ক্যামেরা (ডিজিটাল)	১১
১৫	ডিএসএলআর ক্যামেরা	১
১৬	এলইডি টিভি	০৩
১৭	মাইক্রোওয়েভ ওভেন	০১
১৮	ফায়ার বল/এক্সটিংগুইসার	৩৫
১৯	ইউপিএস	১২০
২০	ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার	০৬
২১	স্ক্যানার	২৪
২২	এসি	০৬
২৩	ফ্রিজ	০১

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে আইএলও (ILO), জিআইজেড (GIZ), ডেনমার্ক এবং বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দক্ষতা উন্নয়নের ধারাকে অধিকতর গতিশীল, সম্প্রসারিত ও কার্যকর করতে ডাইফ-এর কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

টেবিল ৪: প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্র. নং	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	আইএলও	১৮	৪৮৪
২	জিআইজেড	১	১৫
৩	বিবিধ	২১	১৭৬
৪	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৮	২২
৫	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	২	৮০
	মোট	৫০	৭৭৭

(ক) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সর্বমোট ৪৩ টি প্রশিক্ষণে ৭৯৪ জন পরিদর্শক ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিম্নোক্ত বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়:

ক্রম	প্রশিক্ষণ কোর্স	মেয়াদ (দিন)	প্রশিক্ষণার্থী (জন)
১	Master's course in occupational safety and Health	-	২
২	Project Appraisal, EIA and Formulation of DPP	১৮	২
৩	Project Appraisal Study	৫	২০
৪	Project Appraisal Study	৫	২০
৫	TOT Training of Labour Inspectors	৫	২০
৬	1st Phase Training on Accident Safety Expert	১২	৮
৭	E-GP	৩	৫
৮	TOT Training of Labour Inspectors	৫	২০
৯	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন প্রশিক্ষণ কর্মশালা	৫	৫
১০	3rd Phase Training on Machinery Safety Expert	১১	৮
১১	TOT on Inspection Checklist	১৭	২০
১২	TOT Training on E-filing	৮	৩

১৩	ওয়েবপোর্টাল তৈরী প্রশিক্ষণ	৫	২
১৪	Training on strengthening communication capacity of DIFE	১	১০
১৫	Training on strengthening communication capacity of DIFE	২	১৫
১৬	LIMA Training	১	৩০
১৭	Accident Prevention Training	১২	৮
১৮	Chemical Training	১২	৮
১৯	LIMA Application Workshop	৪	৩২
২০	IT Training	০৫	০৫
২১	Inter Personal Communication Training	০২	১২
২২	IT Training	০৪	৭
২৩	Chemical Safety Training	০৩	৮
২৪	Machinery Safety Training	০৫	২০
২৫	Computer Training	১২	২০
২৬	IT Training	১৩	০৭
২৭	Introductory Course For Labour Inspectors	০৫	২০
২৮	Introductory Course For Labour Inspectors	০৫	২০
২৯	Chemical and Biology Safety Experts Training	০৯	০৮
৩০	Construction Safety Experts Training	০৯	০৮
৩১	User Acceptance Test (UAT) Training on Information & Knowledge System for DIFE	০৩	২০
৩২	পরিদর্শন সংক্রান্ত রিপোর্ট লিখন	০১	১৩
৩৩	Foundation Training (5th batch)	৪০	৪০
৩৪	Foundation Training (6th batch)	৪০	৪০
৩৫	Master Trainers' Training Program of Information & Knowledge Management System for DIFE	০৩	০৪
৩৬	Master Trainers' Training Program of Information & Knowledge Management System for DIFE	০৩	২০
৩৭	Ergonomic Safety Expert Training	১১	১০
৩৮	E-Learning Course on Labour Inspection Training	৫৩	৩০
৩৯	E-Learning Course on Labour Inspection Training	৫৩	০২
৪০	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন প্রশিক্ষণ কোর্স।	০২	০৫
৪১	Training on Electrical Safety	০৩	১৫
৪২	Capacity Building of DIFE Inspectors	০১	২০
৪৩	Information & Knowledge Management System for DIFE	১৮	২০২

(খ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ: আন্তর্জাতিক শ্রমমান ও সেফটি স্ট্যান্ডার্ড বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ০৮ টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ২২ জন পরিদর্শককে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(ঘ) ইন-হাউস প্রশিক্ষণ: ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ২১ টি ইন-হাউস প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রশিক্ষণে ৬১৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। নিম্নোক্ত বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

- শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা
- সেবা সহজীকরণ
- পরিদর্শন চেকলিস্ট
- লেবার ইন্সপেকশন স্ট্রাটেজি
- ই-ফাইলিং
- লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)
- শ্রম আইন ও বিধিমালার অরিয়েন্টেশনমূলক প্রশিক্ষণ

(ঙ) সাপ্তাহিক আইন ঘণ্টা: শ্রম পরিদর্শকগণকে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলতে অধিদপ্তরের ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে সাপ্তাহিক আইন ঘণ্টা চালু রয়েছে। এ আইনঘণ্টায় শ্রম আইন ও বিধিমালার বিভিন্ন ধারা, উপধারা আলোচনা করা হয় এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে শ্রম আইনকে পরিদর্শকদের নিকট সহজবোধ্য করে তোলা হয়।

ছবি ১: উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ-এর সাপ্তাহিক আইনঘণ্টা

(চ) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৬ টি ব্যাচে মোট ২৩৮ জনকে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দু'টি ব্যাচে মোট ৮০ জনকে ৪০ দিনের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ছবি ২: বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ৬ষ্ঠ ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

(ছ) বিভিন্ন কমিটি

অধিদপ্তরের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। যেমন:

১. অর্গানোগ্রাম সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস কমিটি
২. ডাটাবেজ ও ওয়েবসাইট ম্যানেজমেন্ট কমিটি
৩. নৈতিকতা কমিটি
৪. ইনোভেশন টিম
৫. শ্রম আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নের জন্য ‘স্টাডি গ্রুপ’
৬. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত এডমিন প্যানেল
৭. ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম
৮. চেকলিস্ট তৈরি ও অফিসে ব্যবহৃত স্ট্রিমলাইন সংক্রান্ত কমিটি
৯. ল-ইউনিট
১০. অভিযোগ কমিটি
১১. শ্রম আইন ও বিধিমালা সংশোধন প্রস্তাব প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটি
১২. মনিটরিং টিম
১৩. উন্নয়ন সেল
১৪. বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি
১৫. ত্রৈমাসিক বুলেটিন প্রকাশ সংক্রান্ত কমিটি
১৬. শৃঙ্খলা সেল
১৭. ঠিকাদারী সংস্থার রেজিস্ট্রেশন প্রদান বিষয়ক সেল
১৮. কালচারাল কমিটি
১৯. রাজস্ব আদায় ও লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন পর্যালোচনা বিষয়ক কমিটি।
২০. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি
২১. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন টিম
২২. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেল

প্রশাসন শাখার উপশাখাসমূহের কার্যক্রম

প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখার অধীন ৫ টি উপশাখার কার্যক্রম নিম্নরূপ:-

ক. আইন উপশাখা

আইন উপশাখার কার্যাবলী নিম্নরূপ:-

- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশনসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্যানেল আইনজীবীর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।
- আদালতে কোন দলিল, কাগজপত্র ও প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্যানেল আইনজীবীকে সহযোগিতা করা।
- যেকোন মামলার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে মহাপরিদর্শক ও মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা।
- মামলা পরিচালনায় কোন জটিলতা ও সমস্যা উদ্ভূত হলে প্যানেল আইনজীবী ও মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে সমাধান করা।
- আইন কর্মকর্তা হিসেবে মহাপরিদর্শকের পক্ষে প্যানেল আইনজীবী ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন।
- শ্রম আদালতে রুজুকৃত মামলা পরিচালনায় অধিদপ্তরের পক্ষে পরিদর্শকগণকে সহযোগিতা প্রদান।
- বিভিন্ন জেলার উপমহাপরিদর্শকগণের কার্যালয় থেকে মামলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করা এবং এ রিপোর্ট প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা।
- বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধিমালা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নির্ভুল হিসেবে মহাপরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদনের জন্য প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এর ৩২৪ ধারা অনুসারে কতিপয় ধারা থেকে বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে অব্যাহতির আবেদনের যথার্থতা যাচাই-এর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- মহাপরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যেকোন দায়িত্ব পালন করা।

খ. পরিসংখ্যান ও গবেষণা উপশাখা

পরিসংখ্যান ও গবেষণা উপশাখার কার্যাবলী নিম্নরূপ:-

- অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্যের পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এবং প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক সমস্যা চিহ্নিত করে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা।
- উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়নে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।
- তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।
- ডাটাবেজ তৈরিতে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।
- সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে সরবরাহ করা।
- মহাপরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন।

গ. তথ্য ও গণসংযোগ উপশাখা

তথ্য ও গণসংযোগ উপশাখা নিম্নোক্ত কর্মসম্পাদন করে থাকে।

- তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন।
- মহাপরিদর্শক-এর অনুমোদনক্রমে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন।
- মহাপরিদর্শকের অনুমতিক্রমে অধিপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রেস বিজ্ঞপ্তি সংবাদ মাধ্যমে প্রেরণ।
- প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বিবেচনায় মহাপরিদর্শকের অনুমতিক্রমে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা।
- প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- মহাপরিদর্শক-এর নির্দেশক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের প্রেস ব্রিফিং প্রস্তুতকরণ।
- গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সংবাদগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- অধিদপ্তরের প্রচার, প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও দায়িত্ব পালন।

- অধিদপ্তরের ফেইসবুক পাতা এবং ফেইসবুক গ্রুপের এডমিনের দায়িত্ব পালন।
- অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের এডমিনের (সাময়িক) দায়িত্বপালন।
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি এবং ত্রৈমাসিক বুলেটিন প্রকাশ সংক্রান্ত কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন।
- মহাপরিদর্শক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।

তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তাগণ:-

কার্যালয়	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	আপিল কর্মকর্তা
প্রধান কার্যালয়	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক	মহাপরিদর্শক
উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ	উপমহাপরিদর্শক	মহাপরিদর্শক

অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট-http://www.dife.gov.bd/
ফেসবুকে অধিদপ্তরের অফিসিয়াল পেজ https://www.facebook.com/dife.gov.bd/

ঘ. হিসাব উপশাখা

অধিদপ্তরের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বণ্টন, কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি, অফিস ভাড়া, অফিস পরিচালনা ব্যয়, ক্রয় পরিকল্পনা, অডিট ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও ক্রয় ইত্যাদি বিষয় সম্পাদন করা এ শাখার মূল কাজ। এছাড়াও অধিদপ্তরের আর্থিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজ এ উপশাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

টেবিল ৫: ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাজেট

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড নং ও হিসাবের খাত	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের মোট বরাদ্দের পরিমাণ (হাজার টাকায়)
১	৪৫০০-অফিসারদের বেতন	৬,৫০,০০
২	৪৬০০-প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	২,০০,০০
৩	৪৭০০-ভাতাদি	৯,২৬,৩০
৪	৪৮০০-সরবরাহ ও সেবা	৬,৪৭,০০
৫	৪৯০০-মেরামত ও সংরক্ষণ	২৫,০০
৬	৬৮০০-সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	৬৯,২০
সর্বমোট: পঁচিশ কোটি সতের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র		২৫,১৭,৫০

টেবিল ৬: ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়

খাত	পরিমাণ (হাজার টাকায়)
কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন বাবদ রাজস্ব আয়	৪,১৯,৪৭

মোটঃ চার কোটি উনিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র

ঙ. গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার উপশাখার কার্যাবলী:-

- বিভিন্ন বই, প্রকাশনা, জার্নাল, পত্রিকা, গেজেট, শ্রম আইন ও বিধিমালা ইত্যাদি সংরক্ষণ করা।
- বই, জার্নাল, পত্রিকা ইত্যাদি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা।
- অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনের বই-পত্র, দেশি-বিদেশি পত্রিকা, জার্নাল ইত্যাদি সংগ্রহ করা।
- পত্রিকায় প্রকাশিত অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সংবাদের ক্লিপিং, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মডিউল, প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন, বিদেশ ভ্রমণসংক্রান্ত প্রতিবেদন, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের ডকুমেন্টস সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ।
- অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পোস্টার, লিফলেট, ভিডিও, টিভিস্পট, ডকুমেন্টারি, স্থিরচিত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও চাহিদামত সরবরাহ।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন, পুস্তকাদি, রেফারেন্স বুক, ভিডিও, ডকুমেন্টারি, স্থিরচিত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও সরবরাহ।
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ, আত্নজীবনী, ইতিহাস, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ, অভিধান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং অধিদপ্তরের গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধকরণ।
- ন্যূনতম মজুরীর গেজেটসমূহ সংরক্ষণ।
- মহাপরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন।

সম্প্রতি আইএলও'র সহযোগিতায় গ্রন্থাগারটির অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে এটিকে রিসোর্স সেন্টারে উন্নীত করা হয়েছে। আইটিসি-আইএলও-এর সাথে অনলাইনে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ই-লার্নিং নেটওয়ার্ক প্রবর্তন করা হয়েছে।

৫. সেইফটি শাখার গঠন ও কার্যক্রম

গঠন: সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ০১ জন যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি)-এর তত্ত্বাবধানে ০১ জন উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি) এবং ০২ জন সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি)-এর সমন্বয়ে সেইফটি শাখা গঠিত। বর্তমানে দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে পেশাগত সেইফটি নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পাওয়ায় সেইফটি শাখার কার্যক্রমের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সেইফটি শাখার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ের সেইফটি শাখায় সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) ও শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি) পদে মোট ০৭ জন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। এছাড়া জাতীয় উদ্যোগের আওতায় দেশব্যাপী পোশাক শিল্পের ১৫৪৯ টি কারখানার সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেইফটি শাখা কর্তৃক পরিচালিত উক্ত সংস্কার কার্যক্রমে সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) ও শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি) পদে মোট ০৬ জন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন।

কার্যক্রম: কারখানা ভবনের অবকাঠামোগত সুরক্ষা, অগ্নি সুরক্ষা, বৈদ্যুতিক সুরক্ষাসহ বিভিন্ন সময়ে কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিকরণসহ আইনের বিধান অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে যেকোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মহাপরিদর্শককে সহযোগিতা করা। কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার বিষয়ে জেলা কার্যালয় হতে প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরেজমিন তদন্তের পর আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যাপারে এ শাখা থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বিধি মোতাবেক কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠন ও উক্ত কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ কার্যক্রম এ শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাসমূহের কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট সংগ্রহ ও পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের সুপারিশ প্রণয়ন। জাতীয় উদ্যোগের আওতায় ১৫৪৯ টি কারখানার সংস্কার কার্যক্রমের জন্য গঠিত রিমেডিয়েশন কোঅর্ডিনেশন সেল (আরসিসি)-এর কার্যক্রম সেইফটি শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। রিমেডিয়েশন কোঅর্ডিনেশন সেল (আরসিসি)-এর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কারখানার স্ট্রাকচারাল, ফায়ার ও ইলেকট্রিক্যাল ডিইএ, ডিজাইন, ড্রইং মূল্যায়নের জন্য গঠিত টাস্কফোর্সের সভা, কোর বডির সভা, কারখানার সংস্কার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, কারখানার সেইফটি অ্যাসেসমেন্ট, রিভিউ প্যানেল এর কার্যক্রম।

(ক) দুর্ঘটনার প্রতিবেদন সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ: দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার বিষয়ে জেলা কার্যালয় হতে নির্ধারিত ফরম্যাটে মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর উক্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। বিভিন্ন সময় বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন হলে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক পুনরায় তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

টেবিল ৭: বিভিন্ন কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য

মাস	সংঘটিত দুর্ঘটনার সংখ্যা	আহত শ্রমিকের সংখ্যা	নিহত শ্রমিকের সংখ্যা
জুলাই, ২০১৬	১০	৮	৭
আগস্ট, ২০১৬	১০	১২	২০
সেপ্টেম্বর, ২০১৬	১৬	৫৫	৫২
অক্টোবর, ২০১৬	৪১	৩৬	৬
নভেম্বর, ২০১৬	২৮	২৩	৭
ডিসেম্বর, ২০১৬	৩০	২২	১১
জানুয়ারি, ২০১৭	৩৬	৪০	১১
ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	৪৩	৩৯	১৪
মার্চ, ২০১৭	৬৭	৬৪	৭
এপ্রিল, ২০১৭	৫০	৫৪	২১
মে, ২০১৭	৪০	৪১	৬
জুন, ২০১৭	৩৯	৪১	৮
মোট	**৪১০**	**৪৩৫**	**১৭০**

জেলা কার্যালয়সমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের শ্রম আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ হিসেবে মোট ১,৭৫,৩৭,৯৭৬ (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ সাইত্রিশ হাজার নয়শত ছিয়াত্তর) টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কিছু সংখ্যক কারখানার আহত ও নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। যে সকল কারখানা কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়ে এখনও কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি তাদের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শ্রম আদালতকে অবহিত করা হয়েছে।

(খ) সেইফটি কমিটি গঠন ও কার্যক্রম পরিবীক্ষণ: যে সকল কারখানায় ৫০ জন বা তার বেশি সংখ্যক শ্রমিক কর্মরত আছেন শ্রম আইন অনুযায়ী সে সকল কারখানায় শ্রমিক ও মালিকদের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কার্যকর সেইফটি কমিটি গঠনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেইফটি শাখা হতে বিভিন্ন সময় কারখানাসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করে সেইফটি কমিটি গঠন ও তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়। এ পর্যন্ত আরএমজি কারখানাগুলোতে ১১৭৪ টি এবং নন আরএমজি কারখানাগুলোতে ৮৬৯ টি মোট ২০৪৩ টি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের কাজ চলমান আছে।

(গ) তৈরী পোশাক কারখানার সংস্কার কার্যক্রম: তাজরীন ফ্যাশন কারখানায় অগ্নি দুর্ঘটনার পর কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানাগুলোতে অগ্নি দুর্ঘটনা রোধে ১৬/০৩/২০১৩ তারিখ জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (National Tripartite Plan of Action on Fire Safety for the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh-NTPA) স্বাক্ষরিত হয়।

পরবর্তীতে ২৪/০৪/২০১৩ তারিখ রানা প্লাজা ধসের পর কারখানা ভবনের কাঠামোগত সুরক্ষার বিষয়টিও (National Tripartite Plan of Action on Fire Safety for the Ready-Made Garment Sector In Bangladesh-NTPA) কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। NTPA এর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং উন্নয়ন সাধনের জন্য একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি (National Tripartite Committee for National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the Ready Made Garments Sector in Bangladesh-NTC) গঠন করা হয়। রানা প্লাজা ধসের পর বাংলাদেশের রপ্তানীমুখী পোশাক কারখানাসমূহের ভবনের স্থায়িত্ব, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক সুরক্ষা নিয়ে দেশে ও আন্তর্জাতিক মহলে শঙ্কা সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে কারখানাসমূহে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক সুরক্ষা সংক্রান্ত Preliminary Assessment এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

ইউরোপীয় ক্রেতা জোট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত Accord, উত্তর আমেরিকার ক্রেতা জোট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত Alliance এবং বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় উদ্যোগে (National Initiative) আইএলও-এর আর্থিক সহযোগিতায় ২০১৩ হতে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩৭৮০টি তৈরী পোশাক কারখানায় Preliminary Assessment সম্পন্ন করা হয়। Preliminary Assessment রিপোর্টের ভিত্তিতে কারখানাগুলোতে সংস্কার কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য Corrective Action Plan (CAP) প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় উদ্যোগের আওতার ১৫৪৯ টি কারখানার কাঠামোগত ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে ভবনসমূহকে চারটি ক্যাটাগরিতে (লাল, অ্যাম্বার, হলুদ ও সবুজ) ভাগ করা হয়েছে। সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ (লাল চিহ্নিত) কারখানাসমূহের ঝুঁকি পুনরায় পরীক্ষণের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শককে আহবায়ক করে বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে একটি রিভিউ প্যানেল গঠন করা হয়েছে। রিভিউ প্যানেল ৩৭৮০ টি কারখানার মধ্যে ইতোমধ্যে ১৬৩ টি লাল চিহ্নিত ভবন পরিদর্শন করে ৩৯টি কারখানা বন্ধ এবং ৪৭ টি কারখানা আংশিক বন্ধ ঘোষণা করে।

২৩/১২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম NTC ও ০৯/০১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩ তম NTC সভায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শককে আহবায়ক করে স্ট্রাকচারাল, ফায়ার ও ইলেক্ট্রিক্যাল সম্পর্কিত তিনটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। স্ট্রাকচারাল টাস্কফোর্স রাজউক-এর একজন প্রতিনিধি ও বুয়েট-এর দুইজন অধ্যাপক নিয়ে গঠিত, ফায়ার টাস্কফোর্স বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি এবং বুয়েট-এর একজন অধ্যাপক এবং ইলেকট্রিক্যাল টাস্কফোর্স বুয়েট-এর একজন অধ্যাপক ও বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বৈদ্যুতিক পরিদর্শক-এর দপ্তরের একজন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। টাস্কফোর্স তিনটি Corrective Action Plan (CAP) অনুযায়ী কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত কারখানা ভবনের DEA (Detailed Engineering Assessment),ডিজাইন ও ড্রইং পর্যালোচনাপূর্বক সংস্কার কাজ সম্পন্ন করার অনুমতি প্রদান করে।

(ঘ) রিমেডিয়েশন কোঅর্ডিনেশন সেল (RCC)-এর গঠন: Preliminary Assessment রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত Corrective Action Plan (CAP) অনুযায়ী কারখানা কর্তৃপক্ষ কারখানার সংস্কার কাজ সম্পাদন করবে। এই সংস্কার কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ০৯/১২/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত NTC'র ১১ তম সভায় Remediation Coordination Cell (RCC) গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪/০৫/২০১৭ তারিখ প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ১০ম তলা, ২০-২১ কাওরান বাজার এ RCC কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

ছবি ৩: ১৪ মে, ২০১৭ তারিখে সংস্কার সমন্বয় সেল (RCC) উদ্বোধন করছেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এমপি

(ঙ) Core Body'র গঠন: Remediation Coordination Cell (RCC)-এর নীতি নির্ধারণী দায়িত্ব পালনের জন্য ২৬/০৬/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত NTC'র ১২ তম সভায় ভবন, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক সুরক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সরকারের ০৫টি নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতিটি হতে ১ জন করে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি Core Body গঠিত হয়। উক্ত ০৫টি সংস্থা হলো কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)/ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক), বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বৈদ্যুতিক পরিদর্শক এর দপ্তর। Remediation Coordination Cell (RCC)-এর মাঠ পর্যায়ের কাজ তথা ভবনসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক মনিটরিংয়ের জন্য প্রত্যেক দপ্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করছেন।

ছবি ৪: অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক জনাব
মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া-এর সভাপতিত্বে RCC Core Body' র সভা

Core Body নিম্নোক্তভাবে গঠিত

১) মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর: সভাপতি
২) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর: ০১ জন-সদস্য
৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ: ০১ জন-সদস্য
৪) পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর: ০১ জন-সদস্য
৫) সচিব, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বৈদ্যুতিক পরিদর্শকের দপ্তর: ০১ জন-সদস্য
৬) উপমহাপরিদর্শক (সেফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর: ০১ জন-সদস্য সচিব

(চ) জাতীয় উদ্যোগের আওতায় ১৫৪৯ টি কারখানার সংস্কার কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় উদ্যোগের আওতায় মোট ১৫৪৯ টি কারখানার Preliminary Assessment কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। Preliminary Assessment কার্যক্রমের মধ্যে কারখানার স্ট্র্যাকচারাল, ফায়ার এবং ইলেকট্রিক্যাল সুরক্ষা বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে কারেক্টিভ অ্যাকশন প্ল্যান (CAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কারেক্টিভ অ্যাকশন প্ল্যান (CAP) এর ভিত্তিতে জাতীয় উদ্যোগের আওতায় মোট ১৫৪৯ টি কারখানার সংস্কার কার্যক্রম চলমান আছে। কারখানার সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন, উদ্ভুত সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমস্যার প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনার জন্য কারখানা মালিকদের সঙ্গে ৩২ টি মতবিনিময় সভা করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে নিজস্ব ভবনে অবস্থিত ৩২৯ টি কারখানার সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংস্কার কাজের অগ্রগতি সংক্রান্ত মতবিনিময় করা হয়। পরবর্তীতে ভাড়াকৃত ভবনে অবস্থিত ৪১৬ টি কারখানাসহ মোট ৭৪৫ টি কারখানার সাথে মতবিনিময় সম্পন্ন হয়। কারখানার মালিকগণের সম্মতিক্রমে সংস্কারকাজ সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্ধারণ করে প্রত্যেক কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(ছ) জাতীয় উদ্যোগের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে:

- সকল কারখানার Preliminary Assessment রিপোর্ট অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত কারেক্টিভ অ্যাকশন প্ল্যান (CAP) কারখানা কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয়েছে।
- সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- কারখানা ভবনের স্ট্রাকচারাল DEA সম্পন্ন করার জন্য ২৬ টি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
- ফায়ার এবং ইলেকট্রিক্যাল DEA সম্পন্ন করার জন্য ৭১ টি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
- স্ট্রাকচারাল টাস্কফোর্সের ৭৮ টি, ফায়ার টাস্কফোর্সের ২৪ টি এবং ইলেকট্রিক্যাল টাস্কফোর্সের ২০ টি সভা সম্পন্ন হয়েছে।
- আরসিসি কোর বডি'র ০৯ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- সংস্কার কার্যক্রম নিয়মিত ফলোআপ করার জন্য প্রধান কার্যালয়ে RCC'র অধীন ৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রকৌশল টিম গঠন করা হয়েছে। RCC'র ৮ সদস্যের টিমকে সহায়তার জন্য পোশাক শিল্পঘন চার জেলায় অত্র দপ্তরের ১৮ জন প্রকৌশলীকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর Remediation Coordination Cell এ ন্যস্তকৃত কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০ জন প্রকৌশলী নিয়োগ করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএলও হতে ৫০ জন প্রকৌশলী, ০৫ জন আইটি অফিসার, ০২ জন অর্থ কর্মকর্তা, ০৩ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ০১ জন কমিউনিকেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। সংস্কার কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহের জন্য ৮০ জন পরিদর্শককে কেস হ্যান্ডলার হিসেবে কাজ করছেন।
- কারেক্টিভ অ্যাকশন প্ল্যান (CAP) অনুযায়ী টিমসমূহ কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- নিজস্ব ভবনে অবস্থিত ৩২৯ টি কারখানার সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি ৩৮%। ভাড়াকৃত/শেয়ার ৪১৬ টি কারখানার কার্যক্রমের অগ্রগতি ২৭%।
- কারখানা ভিত্তিক ৭৪৫ টি কারখানার সংস্কার কার্যক্রমের সর্বমোট অগ্রগতি ৩৬%।

ছবি ৫: পোশাক কারখানা সংস্কার বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সভা

টেবিল ৮: জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন ১৫৪৯ টি কারখানার বর্তমান তথ্য

জেলা	মোট কারখানা	বন্ধ	অন্যত্র স্থানান্তর	ইপিজেডের অন্তর্ভুক্ত	অ্যাকর্ড/ অ্যালায়েন্সে অন্তর্ভুক্ত	সংস্কার কার্যক্রম ফলোআপ করা হচ্ছে
ঢাকা	৬৪৮	২৯৭	২২	০	৫০	২৭৬
নারায়ণগঞ্জ	২৯৯	১০১	২৭	২	১৩	১৫৬
গাজীপুর	৩৭২	১২১	২৭	০	৫৯	১৬৫
চট্টগ্রাম	১৯৩	৫৫	৪	৯	০২	১২৬
অন্যান্য জেলা	৩৭	৯	০	১	০৫	২২
মোট	১৫৪৯	৫৮৩	৮০	১২	১২৯	৭৪৫

ছবি ৬: কারখানা সংস্কার সংক্রান্ত ফলোআপ মিটিং-এ অধিদপ্তরের পদস্থ কর্মকর্তা ও কারখানা মালিকগণ

টেবিল ৯: ১৫৪৯ টি কারখানার জমাকৃত ডিইএ/ডিজাইন/ড্রইং তথ্য

জেলা	বর্তমানে মোট সক্রিয় কারখানা	ডিইএ/ডিজাইন/ড্রইং প্রয়োজন আছে এমন কারখানার (সংখ্যা)			ডিইএ/ডিজাইন/ড্রইং বাস্তবায়নের অনুমতি প্রদানের জন্য জমা পড়েছে (সংখ্যা)			ডিইএ/ডিজাইন/ড্রইং পরীক্ষা করে সংশোধনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে (সংখ্যা)			ডিইএ/ডিজাইন/ড্রইং বাস্তবায়নের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে (সংখ্যা)			ক্যাপ (CAPCAP) বাস্তবায়ন অগ্রগতি (শতকরা হার)	
		স্ট্রাকচারাল ডিইএ/ ডিজাইন /ড্রইং	ফায়ার ডিইএ (ডিজাইন)	ইলেকট্রিক্যাল ডিইএ (ডিজাইন)	স্ট্রাকচারাল ডিইএ/ ডিজাইন /ড্রইং	ফায়ার (ডিজাইন)	ইলেকট্রিক্যাল (ডিজাইন)	স্ট্রাকচারাল ডিইএ/ ডিজাইন /ড্রইং	ফায়ার (ডিজাইন)	ইলেকট্রিক্যাল (ডিজাইন)	স্ট্রাকচারাল ডিইএ/ ডিজাইন /ড্রইং	ফায়ার (ডিজাইন)	ইলেকট্রিক্যাল (ডিজাইন)	নিজস্ব ভবন	ভাড়াকৃত ভবন
ঢাকা	২৬৫	২৬৫	২৬৫	২৬৫	৮০	৭৭	৯২	৫৯	৩৩	১৩	১৪	০৮	১৬	৪৬%	৩৪%
নারায়ণগঞ্জ	১৭০	১৭০	১৭০	১৭০	৪৫	৩৭	৪৭	৩১	১৮	১৮	০৭	০৪	১১	৪২%	৩১%
গাজীপুর	১৭১	১৭১	১৭১	১৭১	৫৮	৩৮	৪০	৪৮	১৬	০২	০৫	০৫	০৫	৪২%	৩১%
চট্টগ্রাম	১২৪	১২৪	১২৪	১২৪	২৯	২৩	৩৪	১৪	১১	০৪	০৪	০২	০৫	৪৯%	২৮%
অন্যান্য জেলা	১৫	১৫	১৫	১৫	০৪	০	০৪	০৪	০	০০	০০	০০	০১	১২%	০%
মোট	**৭৪৫**	**৭৪৫**	**৭৪৫**	**৭৪৫**	**২১৬**	**১৭৫**	**২১৭**	**১৫৬**	**৭৮**	**৩৭**	**৩০**	**১৯**	**৩৮**	**৩৯%**	**২৭%**

৬. স্বাস্থ্য শাখার গঠন ও কার্যক্রম

প্রধান কার্যালয়ে একজন যুগ্ম মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-এর তত্ত্বাবধানে ০১ জন উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ও ০২ জন সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-এর সমন্বয়ে স্বাস্থ্য শাখা গঠিত। স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, পেশাগত রোগ প্রতিরোধ, রোগাক্রান্ত শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম, মাতৃত্বকালীন সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিকরণ, কর্মস্থলে শিশুকক্ষ স্থাপন নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনসহ আইনের বিধান অনুযায়ী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে মহাপরিদর্শককে সহযোগিতা করা। এছাড়াও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইউনিটের কার্যক্রম, প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস (OSH) উদযাপন কার্যক্রম এ শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

ক. ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন: শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সে লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০ অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ খাতসহ সকল ধরনের শ্রম থেকে শিশুদের মুক্ত করে ইতিবাচক পরিবর্তনে মন্ত্রণালয়কে এ শাখার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে রপ্তানীমুখী তৈরি পোশাক কারখানা ও চিংড়ি শিল্প থেকে শতভাগ শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। এছাড়াও চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিশুশ্রম নিরসন করার জন্য মালিক, শ্রমিক এবং শিশু শ্রমিকদের অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেক্টরগুলো হলো: অ্যালুমিনিয়াম, তামাক/বিড়ি, কাঁচ, ট্যানারি, স্টোন ক্রাশিং, প্লাস্টিক, স্পিনিং, শিপব্রেকিং, তাঁত, সাবান ও সিল্ক ।

টেবিল ১০: শিশুশ্রম সংক্রান্ত দায়েরকৃত মামলার বিবরণ (২০১৬-১৭)

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম	মামলার সংখ্যা
০১	লোকাল গার্মেন্টস (টেইলারিং হাউজ)	৪৫ টি
০২	হোসিয়ারি (নিটিং কারখানা)	১৬ টি
০৩	রেস্টুরেন্ট	০৯ টি
০৪	প্রিন্টিং	০৬ টি
০৫	উইভিং	০২ টি
০৬	অন্যান্য	১২ টি
	মোট =	৯০ টি

খ. শিশুকক্ষ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ বা ডে-কেয়ার স্থাপন ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

টেবিল ১১: শিশুকক্ষ স্থাপন ও উদ্বুদ্ধকরণ (২০১৬-১৭ অর্থবছর)

স্থাপিত শিশুকক্ষ/ডে-কেয়ার সেন্টারের সংখ্যা	উদ্বুদ্ধকরণ সভার সংখ্যা	মন্তব্য
২১০ টি	৩২৪ টি	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গ. OSH Council & OSH Profile: জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিলের কার্যবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কর্মপরিকল্পনা ও OSH Profile প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঘ. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস (OSH Day) পালন: জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য নীতিমালার নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ এপ্রিল 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' পালন করা হয়েছে। 'শোভন কর্মপরিবেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ'- প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত দিবসটির আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ উপস্থিত থেকে দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরেন। এছাড়াও, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ, সারাদেশে বিভিন্ন ধরনের পোস্টারিংসহ রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কদ্বীপ ও স্থানসমূহ সজ্জিতকরণ এবং একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এছাড়া অধিদপ্তরের ২৩ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করে এই দিবসটি উদযাপন করা হয়। তিনটি শিল্প এলাকা ঢাকা, গাজীপুর এবং নারায়ণগঞ্জে এ দিবসটি উপলক্ষে রোড শো আয়োজন করা হয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে দিবসটি উদযাপনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আইএলও এর সহযোগিতায় সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেছে।

ছবি ৭: জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০১৭ উদযাপন অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এমপি

ঙ. Strategic Sector Co-operation (SSC) Project: ডেনমার্ক সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে ৫ টি গ্রুপে (Mechanical Safety, General Accident Prevention, Construction Safety, Chemical Safety, Ergonomics) ৮ জন করে মোট ৪০ জনকে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ছবি ৮: অ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেনশন বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে
অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ড. আনোয়ার উল্ল্যাহ, এফসিএমএ

চ. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন:

অধিদপ্তরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্তে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে প্রধান কার্যালয়ে ১টি এবং ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে ২৩ টি নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- অধিদপ্তরে শতভাগ কার্যক্রম ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।
- আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে প্রতি মাসে ২টি করে ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করা হচ্ছে।

ছ. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে মত বিনিময় এবং উদ্বুদ্ধকরণ সভা:

স্বাস্থ্য শাখার উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে মত বিনিময় এবং উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়।

ছবি ৯: ১৯/১২/১৬ তারিখে পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমিকদের সঙ্গে
পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক মতবিনিময় সভা

৭. সাধারণ শাখার গঠন ও কার্যক্রম

একজন যুগ্ম মহাপরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে ০১ জন উপমহাপরিদর্শক এবং ২ জন সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)-এর সমন্বয়ে এ শাখা গঠিত। মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম তদারকি, পরিদর্শকগণের পরিদর্শনসূচি অনুমোদন, শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, শ্রমিকদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ সংক্রান্ত শ্রম অসন্তোষ নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণসহ আইন অনুযায়ী চাকরির শর্তাবলী ও কল্যাণমূলক বিধান বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে মহাপরিদর্শককে সহযোগিতা করা। এছাড়াও কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়োগবিধির অনুমোদন, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ইস্যু, জনবল সরবরাহকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ইস্যু, শ্রম আইনের কতিপয় ধারা ও বিধির প্রয়োগ হতে কারখানাকে অব্যাহতি প্রদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রদান করা। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের জন্য শিক্ষা সহায়তা, মাতৃত্বকল্যাণ সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, দুর্ঘটনায় মৃত্যুজনিক আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ উল্লিখিত সহায়তার চেক বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে সহযোগিতা প্রদান করা এ শাখার কাজ।

টেবিল ১২: পরিদর্শন, অভিযোগ, মামলা, গণশুনানি, উদ্বুদ্ধকরণ সভা এবং লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য

কার্যক্রম	সংখ্যা
পরিদর্শিত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	৩২৯২৪
অভিযোগ গ্রহণ	১৭২০
অভিযোগ নিষ্পত্তি	১১৫৮
শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে মামলা	১২৭৩
মামলার নিষ্পত্তি	২৭৩
গণশুনানি নিষ্পত্তি	৭৯১
উদ্বুদ্ধকরণ সভা	৫৩৩
নতুন লাইসেন্স প্রদান	৮০১৩
লাইসেন্স নবায়ন	১০৭৩২

টেবিল ১৩: আউটসোর্সিং ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন

নতুন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে	৮৮ টি
লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে	১২ টি
নতুন লাইসেন্স হতে রাজস্ব আদায়	২৫৫৫০০০
লাইসেন্স নবায়ন হতে রাজস্ব আদায়	৯১০০০
আউটসোর্সিং থেকে মোট রাজস্ব আদায়	২৬৪৬০০০

হেল্প লাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য: শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ও ছুটি ইত্যাদি সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য একটি টোল ফ্রি হেল্প লাইন চালু আছে। যার নম্বর ০৮৮০০৪৪৫৫০০০। এ হেল্প লাইনের মাধ্যমে শ্রমিকরা শ্রম আইন বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে পারেন।

টেবিল ১৪: হেল্প লাইন বিষয়ক তথ্য (২০১৬-১৭ অর্থবছর)

মোট অভিযোগ	প্রাসঙ্গিক অভিযোগ	অপ্রাসঙ্গিক অভিযোগ	অভিযোগ নিষ্পত্তি
৮৮১	৮৩২	৪৯ টি	২৪৮ টি

মনিটরিং:

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় সমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণের জন্য অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং টিম কাজ করছে। এ টিম কয়েকটি বিষয় তদারকি করে। যেমন: নথি ব্যবস্থাপনা; অফিস ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা, অফিস রেজিস্ট্রার ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন কার্যক্রমের চেকলিস্ট তদারকি ইত্যাদি। মনিটরিং টিম সংশ্লিষ্ট কার্যালয় ভ্রমণ করে শুরুতেই কার্যালয়ের সকল পরিদর্শকদের নিয়ে সভা করেন। সেখানে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে শ্রম পরিদর্শকদের সাথে মত বিনিময় করেন।

পরিদর্শন পরিকল্পনা:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ তৈরি করতে পারার মধ্যেই এ অধিদপ্তরের সার্থকতা অন্তর্নিহিত। বিশেষকরে তৈরি পোশাক শিল্প সেক্টরে স্ট্রাকচারাল, ফায়ার ও ইলেক্ট্রিকাল সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, পেশাগত স্বাস্থ্য, কর্মস্থলে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং শিশুশ্রম নিরসন এ অধিদপ্তরের মূল উদ্দেশ্য। তৈরি পোশাক শিল্প, পেশাগত স্বাস্থ্য, চামড়া শিল্প, জুট এবং টেক্সটাইল, সিমেন্ট সেক্টর, মৎস প্রক্রিয়াজাতকরণ, জাহাজভাঙ্গা শিল্প এবং শিশু শ্রম খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিদর্শন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে পরিদর্শন লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৩২০০০ টি।

টেবিল ১৫: ২০১৬-১৭ অর্থবছরের পরিদর্শন পরিকল্পনা এবং জেলাভিত্তিক অগ্রাধিকার সেক্টর

জেলা	গার্মেন্টস সেক্টর	পেশাগত ব্যাধি	শিশুশ্রম	কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	চাকরির শর্তাবলী	পরিদর্শনের শতকরা হার
ঢাকা	গার্মেন্টস ৫০%	ট্যানারী/ পাট/ টেক্সটাইল ৪%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ৮%	নির্মাণ শিল্প, প্লাস্টিক এন্ড রাবার ও রি-রোলিং মিলস ৪%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৪%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
কিশোরগঞ্জ	-	-	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ২০%	চাউল কল/ নির্মাণ শিল্প ২০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪০%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
নারায়ণগঞ্জ	গার্মেন্টস ৫০%	পাট/ টেক্সটাইল/ সিমেন্ট ৪%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ৮%	জাহাজ নির্মাণ শিল্প, নির্মাণ শিল্প, প্লাস্টিক এন্ড রাবার ও রি-রোলিং মিলস ৪%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৪%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
গাজীপুর	গার্মেন্টস ৫০%	টেক্সটাইল৪%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ৮%	নির্মাণ শিল্প, প্লাস্টিক এন্ড রাবার ও রি-রোলিং মিলস ৪%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৪%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
ময়মনসিংহ	গার্মেন্টস ১০%	টেক্সটাইল ১০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ২০%	চাউল কল/ নির্মাণ শিল্প ২০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%

টাঙ্গাইল	গার্মেন্টস ২৫%	তামাক/ টেক্সটাইল/ পাওয়ার লুম ২০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ১০%	চাউল কল/ নির্মাণ শিল্প ১০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৫%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
ফরিদপুর	-	টেক্সটাইল১০ %	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ২০%	চাউল কল/ নির্মাণ শিল্প ১০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
নরসিংদী	-	পাট/ টেক্সটাইল ৪০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটো মোবাইল ১৫%		হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৫%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
মুন্সিগঞ্জ	-	সিমেন্ট ৪%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ১০%	নির্মাণ শিল্প ১০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ৫%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
চট্টগ্রাম	গার্মেন্টস ৫০%	সিমেন্ট/ পাট/ টেক্সটাইল মৎস প্রক্রিয়াকরণ ৪%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ৮%	জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, প্লাস্টিক এন্ড রাবার ও রি-রোলিং মিলস ৪%	চাবাগান/ হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠান সমূহ ১৪%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
কুমিল্লা	-	পাট/ টেক্সটাইল, মৎস্য/মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ৪০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ১০%	চাউল কল/ নির্মাণ শিল্প ১০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
খুলনা	-	মৎস্য/মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ/ পাট ৪০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ১০%	জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও নির্মাণ শিল্প ১০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
কুষ্টিয়া	-	তামাক ২০%	তামাক/হোটেল/ রেস্টুরেন্ট ১৫%	চাউল কল/ নির্মাণ শিল্প ১৫%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩০%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
যশোর	-	মৎস্য/মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ/ পাট/ টেক্সটাইল/ সিমেন্ট ৩০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ১০%	নির্মাণ শিল্প ১০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩০%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%

রাজশাহী	-	পাট ২০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ১০%	চাউল কল/ নির্মাণ শিল্প ৩০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
বগুড়া	-	পাট ২০%	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ১০%	চাউল কল/ নির্মাণ শিল্প ৩০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
পাবনা	-	পাট ২০%	তামাক/হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ ১৫%	চাউল কল/ নির্মাণ শিল্প ১৫%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩০%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
সিরাজগঞ্জ	-	টেক্সটাইল/পাওয়ার লুম ৩০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ১৫%	চাউল কল/ নির্মাণ শিল্প ১৫%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩০%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
বরিশাল	-	টেক্সটাইল ২০ %	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ১০%	জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও নির্মাণ শিল্প ৩০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
রংপুর	-	তামাক ৩০%	তামাক/হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ ১৫%	চাউল কল/ নির্মাণ শিল্প ১৫%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
দিনাজপুর	-	পাথর ভাঙ্গা ১৫%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ১৫%	চাউল কল/ নির্মাণ শিল্প ৩০%	চা বাগান/হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
সিলেট	-	সিমেন্ট ৩০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ২০%	নির্মাণ শিল্প ১০%	চা বাগান/হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%
মৌলভীবাজার	-	সিমেন্ট/পাথর ভাঙ্গা ১০%	হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ/ অটোমোবাইল ২০%	নির্মাণ শিল্প ২০%	চা বাগান/হোটেল/ রেস্টুরেন্ট/ দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩০%	অভিযোগ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক পরিদর্শন ২০%; অগ্রাধিকার পরিদর্শন ৮০%

৮. উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ ও কাজ

অধিদপ্তরের অধীন ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনসহ শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, শ্রম অসন্তোষ নিরসন, শ্রম আইনের কল্যাণমূলক বিধানসমূহ বাস্তবায়ন, কারখানার লে-আউট অনুমোদন, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা হয়। এছাড়া কারখানা ভবনের কাঠামোগত সুরক্ষা, অগ্নি সুরক্ষা ও বৈদ্যুতিক সুরক্ষাসহ দুর্ঘটনার তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশুকক্ষ স্থাপন, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনসংক্রান্ত বিষয়ে শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে সহায়তা প্রদানের সুপারিশ ও চেক বিতরণ ইত্যাদি কাজ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। এছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোতে ৫টি শাখার মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়।

শাখাগুলো হলো:
১. প্রশাসন শাখা
২. সেইফটি শাখা
৩. স্বাস্থ্য শাখা
৪. সাধারণ শাখা
৫. দোকান ও প্রতিষ্ঠান শাখা

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ কর্তৃক পরিচালিত কয়েকটি কাজ:

(ক) শ্রম পরিদর্শন: সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা এ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে DIFE-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং নিয়মিত কাজ হচ্ছে শ্রম পরিদর্শন। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নই এ অধিদপ্তরের মূল কাজ। এ মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে শ্রমের মর্যাদা রক্ষা, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পরিদর্শন করা হয়:-

(ক) নিয়মিত পরিদর্শন।
(খ) তাৎক্ষণিক পরিদর্শন।
(গ) দুর্ঘটনা কবলিত স্থান পরিদর্শন।
(ঘ) অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন।

নিয়মিত পরিদর্শন মূলত নিম্নোক্ত ধাপে সংঘটিত হয়

- সকল নিয়মিত পরিদর্শন আগে অবহিত করেই করা হয়ে থাকে। এ পরিদর্শনের বিষয়ে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের এক সপ্তাহ আগেই ফোন কল অথবা চিঠির মাধ্যমে অবহিত করা হয়।
- পরিদর্শনের সময় মূলত ফ্যাক্টরীর নাম, পরিদর্শনের বিভাগ, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকে। সেখানে পরিদর্শকের নামও উল্লেখ থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোট পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে ৩২,৯২৪ টি।

ছবি ১০: কারখানা পরিদর্শন করছেন অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ড. মোঃ আনোয়ার উল্ল্যাহ, এফসিএমএ

(খ) নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণ: কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এই অধিদপ্তর। মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং মাতৃত্ব সুরক্ষার জন্য শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ বাস্তবায়নসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(গ) শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলের চেক বিতরণ: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে নিয়মিত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারকে চিকিৎসা ও শিক্ষা সহায়তা দিয়ে থাকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

ছবি ১১: কিশোরগঞ্জে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের চেক হস্তান্তর
করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এমপি

(ঘ) উদ্বুদ্ধকরণ: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিভিন্ন বিষয়ে তার স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৫৩৩ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা সম্পন্ন করা হয়েছে।

ছবি ১২: সীতাকুন্ডস্থ পিএইচপি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে অনুষ্ঠিত উদ্বুদ্ধকরণ সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ আব্দুল হাই খান, উপমহাপরিদর্শক, চট্টগ্রাম

(ঙ) কমপ্লায়েন্স কারখানা: শ্রম আইন ও বিধিবিধান মেনে চলে এমন কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি করে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম লক্ষ্য। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কমপ্লায়েন্স হয়েছে মোট ২০০০ টি কারখানা।

(চ) নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়ন: শ্রমিকদের জন্য সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়নে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

টেবিল ১৬: উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী

নং	উপমহাপরিদর্শকের নাম	জেলার নাম	মোবাইল নং	ই-মেইল	উপমহাপরিদর্শক কার্যালয়ের ঠিকানা
১	মোঃ জাকির হোসেন	ঢাকা	০১৭১১৮৬৮৭৭৮,	digfe.dhaka@gmail.com;	২৯, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
২	ইকবাল আহম্মেদ	নারায়ণগঞ্জ	০১৭১৪২১১১৫৮,	dig.narayanganj@gmail.com;	বাগে জান্নাত মসজিদ গলি, ১৪২ নবাব সলিমুল্লাহ রোড, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।
৩	শেখ আসাদুজ্জামান	গাজীপুর	০১৭১২২০৩৫৯৬,	dig.gazipur@gmail.com;	আইআরআই রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।
৪	জোবেদা খাতুন	নরসিংদী	০১৭১৭-৯৮৫৭০১,	narsingdidife@gmail.com;	২৬/২ তরোয়া, জেলখানা মোড়, নরসিংদী।
৫	মোছাঃ জুলিয়া জেসমিন	মুন্সীগঞ্জ	০১৭১৮২৫৩৪৫৫,	dig.munshigonj@gmail.com;	ভূঁইয়া ম্যানশন ২য় তলা, সদর হাসপাতাল রোড, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।
৬	মহর আলী মোল্লা	টাঙ্গাইল	০১৭১২৪২৮১২৭,	digfe.tangail@gmail.com;	প্রান্ত প্রভা (৩য় তলা), আট পুকুরপাড় (বিশ্বাস বেতকা), ঢাকা রোড, টাংগাইল।
৭	মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান	কিশোরগঞ্জ	০১৭১৩২০৩০৭০,	digkishoregonj@gmail.com;	৩৪২/১, সাগর ভিলা, পশ্চিম হারুয়া (কশাই থানা), কিশোরগঞ্জ।

৮	সাবিহা মুক্তা	ফরিদপুর	০১৭৭১৫৭১৭০৬,	digfaridpur2017@gmail.com ;	পশ্চিম গোয়ালচামট, ২ নং সড়ক, ফরিদপুর
৯	মোঃ আব্দুল হাই খান	চট্টগ্রাম	০১৯২০৬৬৭৯৩৩,	digctg@gmail.com;	জাম্বুরী মাঠ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪১০০।
১০	এম. এম. মামুন-অর-রশিদ	কুমিল্লা	০১৯১১৩১০৯২৭,	digcomilla.dife@gmail.com;	যাদুঘর রোড, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের প্রথম গেইট সংলগ্ন, কোটবাড়ী, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।
১১	মোঃ ইউসুফ আলী	মৌলভীবাজার	০১৭১১১৭০০৫৩,	dig.moulvibazar@gmail.com ;	ভানুগাছ রোড (১০ নং গোলচত্ত্বর সংলগ্ন), শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
১২	হিমন কুমার সাহা	সিলেট	০১৭১২৯৭৯৬৮২,	dig.sylhet.bd@gmail.com;	মির্জা ভিলা (৩য় তলা), ৯/বি, পল্লবী আবাসিক এলাকা, পশ্চিম পাঠানটুলা, সিলেট-৩১০০।
১৩	বুলবুল আহমেদ	ময়মনসিংহ	০১৭২৫৯১৪৮৪১,	dig.mymensingh1@gmail.com;	ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক, মাসকান্দা, সদর, ময়মনসিংহ।
১৪	সোমা রায়	রংপুর	০১৮৬৯১১১১২৩;	dife.rangpur@gmail.com;	আর কে রোড, গণেশপুর, রংপুর
১৫	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	দিনাজপুর	০১৭৩৯৯৫৬৩৬৬,	dig.dinajpur.dife@gmail.com ;	বালুয়া ডাঙ্গার মোড়, পাহাড়পুর, দিনাজপুর।
১৬	মোঃ কামরুল হাসান	রাজশাহী	০১৭১৯২৩০৭৭৩,	dig.mole.rajshahi@gmail.com;	৬৯, আলম এপার্টমেন্ট (৪র্থ তলা), বিসিক মোড়, সপুরা, রাজশাহী।
১৭	তানভীর বিন তৈয়ব	পাবনা	০১৭১৭৬৬৭১০৮,	digpabna@gmail.com;	১১১/বি, লাইব্রেরী বাজার, ডিসি রোড, পাবনা-৬৬০০
১৮	শাহ্ মোফাখখারুল ইসলাম	বগুড়া	০১৯১৩৭৬৯৯১৪,	digbogra@gmail.com;	বাড়ী নং-জি-১২৫, রহমান নগর, বগুড়া-৫৮০০।
১৯	রাজীব চন্দ্র ঘোষ	সিরাজগঞ্জ	০১৬২৯৭৩৮২৫৪,	digsirajgonj@gmail.com;	সিরাজী বাড়ী, বাণীকুঞ্জ, সিরাজী রোড (প্রধান ডাকঘরের উত্তর পার্শ্বে), সিরাজগঞ্জ।
২০	মোঃ হাসিবুজ্জামান	কুষ্টিয়া	০১৭১৫৩০০৯৫০,	digkushtia@gmail.com;	৪০/১, মাহতাব উদ্দিন রোড, কাটাইখানা মোড়, কুষ্টিয়া
২১	সৌমেন বড়ুয়া	যশোর	০১৯১১৭০৩৫৩০,	dig.jessore@gmail.com;	বাড়ী নং-২৩৬, প্লট নং-০৮, সেক্টর-০৯, যশোর হাউজিং এষ্টেট, শেখহাটি বাবলাতলা, ঢাকা রোড, যশোর-৭৪০০।
২২	মোঃ আরিফুল ইসলাম	খুলনা	০১৯৮৭৪৪৫১১৬,	dig.dife.khulna@gmail.com;	শ্রম ভবন (৩য় তলা), বয়রা, খুলনা-৯০০০।
২৩	তপন বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা	বরিশাল	০১৭০৮১১২২১৫,	dife.barisal.dig@gmail.com;	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, আমানতগঞ্জ, বরিশাল।

৯. প্রকল্পসমূহ

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সংস্থা: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

টেবিল ১৭: বাস্তবায়িত প্রকল্প

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল (প্রধান প্রধান অঙ্গসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
১	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ৯ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (১ম পর্যায়)	৭২৫০.০২ লক্ষ টাকা	৫৯৩৬.৫২ লক্ষ টাকা	জিওবি

টেবিল ১৮: চলমান প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	ডিপিপি'র প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)
১	রিমেডিয়েশন কোঅর্ডিনেশন সেল-এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন	জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯	৮৮৪.৫০
২	Gender equality and women's empowerment at workplace	জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২০	৫৪৮.৮৭
৩	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন	সেপ্টেম্বর ২০১৮-জুন ২০২১	১৬৫২৮.৩৩

টেবিল ১৯: প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল (প্রধান প্রধান অঙ্গসহ)	প্রকল্পের মেয়াদ	ডিপিপিতে প্রস্তাবিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)
১	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (২য় পর্যায়)।	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১	১৮১০৯.১৭
২	কনডাকটিং প্রিলিমিনিয়ারি সেফটি অ্যাসেসমেন্ট অন ফায়ার, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড স্ট্রাকচারাল এসপেক্টস অফ আন-অ্যাসেসড আরএমজি ফ্যাক্টরিজ এন্ড হাউজকিপিং এসপেক্টস অফ প্লাষ্টিক এন্ড কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীজ।	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১	৬২৩১.৫৫

১০. বৈশ্বিক অংশীজনদের সাথে কার্যক্রম

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক শ্রমমান নিশ্চিতকল্পে সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আইএলও কর্তৃক নিম্নোক্ত পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) প্রদান করা হয়:

নাম	**সংখ্যা**	**নাম**	**সংখ্যা**
লাইট মিটার	১০৪ টি	সেইফটি সু	৭০ জোড়া
সাউন্ড লেবেল মিটার	১০৪ টি	হার্ড হেলমেট	১০০ টি
কার্বন মনোক্সাইড মিটার	৭ টি	রিফ্লেকটিভ জেকেট	১০০ টি
রোম থার্মোমিটার	১০৪ টি	কটন ডাস্ট মাস্ক	১৫ টি
সেইফটি স্পেকটেকলস	২০০ টি	গ্যাস মাস্ক	১০০ টি
ডিসপোজেবল গ্যাস মাস্ক	২০০ টি	গ্যাস মাস্ক ফিল্টার	১০০ টি
ইয়ার প্লাগ	১০০ টি	ইয়ারমাফ উইথ হেলমেট	১০ টি
হ্যান্ড গ্লাভস	৭০ জোড়া	ডিসপোজেবল হ্যান্ড গ্লাভস	২০ জোড়া
		ওয়াশেবল কটন হুড ক্যাপ	২০ টি

আইএলও কর্তৃক প্রদানকৃত অন্যান্য যন্ত্র:

নাম	সংখ্যা
এয়ার কন্ডিশনার (১.৫ টন)	২ টি
এয়ার কন্ডিশনার (২ টন)	১ টি
এয়ার কন্ডিশনার (৪.৫ টন)	২ টি

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আইএলও কর্তৃক সম্পাদিত আরও কিছু বিষয়:

- ২৮ এপ্রিল ২০১৭ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপন।
- ৮৯ জন কর্মকর্তাকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান।
- ১০ ব্যাচে মোট ২০৮ জনকে "Training on Factory inspection checklist for labour inspector" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সেইফটি কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি।
- পাইলট ভিত্তিতে ৫০০ কপি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ছাপানো।
- ১৭ টি ব্যাচে ১০৩ টি ফ্যাক্টরির ৫৩৪ জন সেইফটি কমিটির সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ত্রুটিপূর্ণ কারখানা সংস্কার বিষয়ক রিভিউ প্যানেলের ১৭ টি সভা আয়োজন।
- পরিদর্শকদের কাজের বিবরণী নির্ধারণমূলক ওয়ার্কশপ আয়োজন-১ টি।
- বার্ষিক পরিদর্শন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- মানসম্মত শ্রম পরিদর্শন পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে পরিদর্শন চেকলিস্ট, এসওপি, পরিদর্শন ম্যানুয়াল ও নির্দেশিকা প্রণয়ন।
- শ্রম পরিদর্শন পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য কারখানার তথ্যভান্ডার, শ্রম পরিদর্শন, পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য এবং অধিদপ্তরের এমআইএস সংক্রান্ত চারটি মড্যুলের সমন্বয়ে লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) সফটওয়্যার তৈরি ও পাইলটিং করা হয়।
- লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) ব্যবহার ও পরিচালনার জন্য ২০০ শ্রম পরিদর্শককে প্রশিক্ষণ প্রদান।

- বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। বিভিন্ন উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোর তত্ত্বাবধানে ১৪ টি ব্যাচে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- কর্মক্ষেত্রে 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংস্কৃতি' গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি' ইউনিট গঠন।
- সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি)'র কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সহায়তা প্রদান। সংস্কার কাজ দ্রুততর করতে কারখানা মালিকপক্ষের সাথে সভা আয়োজন।
- কারখানার Corrective Action Plan (CAP) ও Detailed Engineering Assessment (DEA) যাচাই বাছাইপূর্বক অনুমোদনের জন্য টাস্কফোর্সের সভা আয়োজন।

স্ট্র্যাটেজিক সেক্টর কো-অপারেশন প্রজেক্ট, ডেনমার্ক-বাংলাদেশ: এ প্রকল্পের অধীনে ৪০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে:-

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	অংশগ্রহণকারী
০১	মেশিনারি সেফটি	০৮ জন
০২	অ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেনশন	০৮ জন
০৩	কনস্ট্রাকশন সেফটি	০৮ জন
০৪	কেমিক্যাল সেফটি	০৮ জন
০৫	আর্গোনোমিক্স	০৮ জন

জার্মান ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (জিআইজেড): জিআইজেড এর সহায়তায় কয়েকটি ব্যাচে নব নিয়োগপ্রাপ্ত পরিদর্শকগণকে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও পরিদর্শন চেকলিস্ট বিষয়ে চার দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১. অধিদপ্তরের আধুনিকায়নে গৃহীত উদ্যোগ

শিল্প নির্ভর মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আধুনিকায়নে কিছু বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিটালাইজেশন

জনগণের দোরগোড়ায় অধিদপ্তরের সেবা পৌঁছে দেয়া এবং অধিদপ্তরের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নে এ অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর। ৩০ মার্চ ২০১৪ এ অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট www.dife.gov.bd চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে পোশাক কারখানার তথ্য সংবলিত একটি ডাটাবেস রয়েছে।

নিম্নে ওয়েবসাইটের তথ্য সেবাসমূহ দেয়া হলো
(ক) অর্গানোগ্রামসহ অধিদপ্তর সম্পর্কিত তথ্য;
(খ) প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের ঠিকানা;
(গ) সেবা প্রদানের পদ্ধতিসহ সেবার তালিকা;
(ঘ) ডাউনলোড সুবিধাসহ শ্রম আইন ও নীতিমালাসমূহ;
(ঙ) পোশাক কারখানার ডাটাবেস;
(চ) ডাউনলোড সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় ফরমসমূহ;
(ছ) দপ্তরের সর্বশেষ তথ্য সংবলিত নোটিশ, প্রজ্ঞাপন এবং সংবাদ;

কারখানার রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স গ্রহণ পদ্ধতি

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রয়াসের অংশ হিসেবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অন-লাইন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও

জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। অন্যদিকে কাজের গতিশীলতা বাড়বে এবং সময়ের অপচয় কমবে। কারখানার রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স গ্রহণ পদ্ধতি ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অনলাইন পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে।

সেবা সহজীকরণ

অধিদপ্তরের প্রদত্ত সেবাগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সেবা কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন। এ সেবা সাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সেবাদান সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সেবা দাতা এবং গ্রহীতাদের সময় ও অর্থের অপচয় রোধ হওয়ার পাশাপাশি নাগরিক ভোগান্তি বন্ধ হবে। গাজীপুরে অবস্থিত অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে এর পাইলট প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ৬ টি প্রশিক্ষণ সভা ১ টি ওরিয়েন্টেশন এবং ১০ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মোট ৩৬০ জন মালিক প্রতিনিধি এবং শ্রম পরিদর্শক অংশগ্রহণ করেন। আগে যেখানে ১১ টি ধাপে কারখানার লাইসেন্স পেতে লাগত ৯০ দিন সেখানে নতুন পদ্ধতিতে ৯ টি ধাপে সময় লাগবে ৪৫ দিন। ইতোমধ্যে অধিদপ্তরের ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সারাদেশে এ সহজ পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান শুরু হয়েছে।

শতভাগ ই-ফাইলিং

তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজে এবং স্বল্প সময়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ই-ফাইলিং প্রবর্তনে জোর দিয়েছে বর্তমান সরকার। ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ই-ফাইলিং। এজন্য ২০১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ১৯০০০টি সরকারি অফিসে নথি-পত্রাদির ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থাপনা (ই-ফাইলিং) চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার। ২০১৭-এর ফেব্রুয়ারিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে দাপ্তরিক কাজে ই-ফাইলিং ব্যবহার শুরু হয় এবং অক্টোবর হতে শতভাগ কার্যক্রম ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এটুআই প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ঘোষিত সাপ্তাহিক র‌্যাংকিং-এ সংস্থাসমূহের মধ্যে ৩ বার শীর্ষস্থান অর্জন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

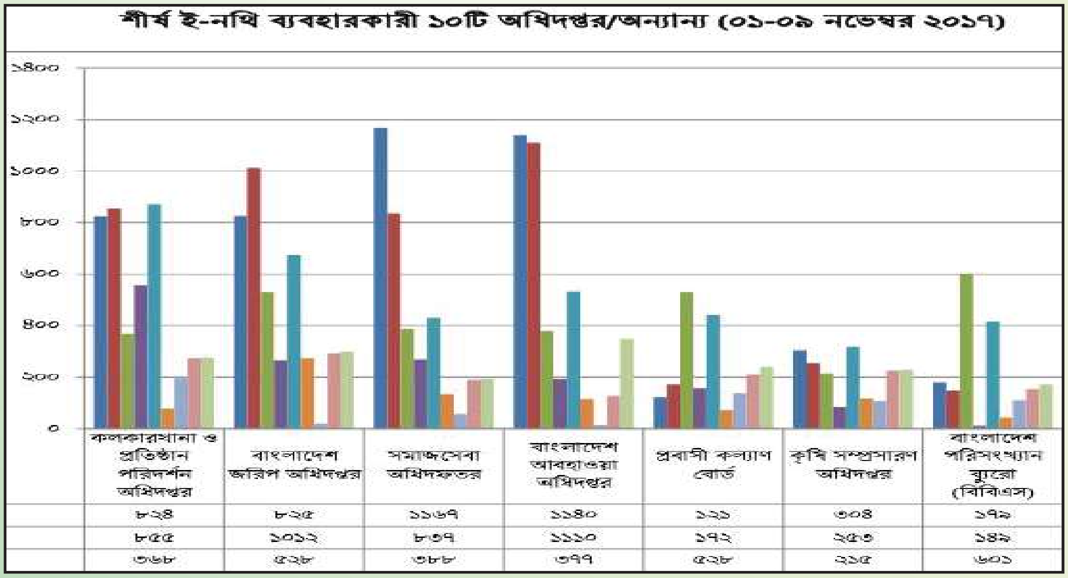

ছবি ১৩: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক ঘোষিত সাপ্তাহিক র‌্যাংকিং

লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)

অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করা এবং পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন প্রবর্তন একটি বড় উদ্যোগ। এজন্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) নামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। অধিদপ্তরের কাজসমূহকে সহজীকরণ এবং তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে এই অ্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অ্যাপটিকে ব্যবহার উপযোগী করতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত মোট ১৪০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এতে সহায়তা প্রদান করেছে।

ছবি ১৪: LIMA'র প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

ভিডিও কনফারেন্স

অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোর সাথে যোগাযোগ করতে নিয়মিতভাবে "DIFE's inspection for better compliance"-শীর্ষক ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা হচ্ছে। ভিডিও কনফারেন্সের লক্ষ্য পরিদর্শন কাজের অগ্রগতি আলোচনা, APA অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ফ্যাক্টরী রিমেডিয়েশন, কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন, শিশুশ্রম নিরসন, বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণজনিত কোনো তথ্য ও প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনা এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

ছবি ১৫: উপমহাপরিদর্শকগণের সঙ্গে মহাপরিদর্শকের ভিডিও কনফারেন্স

DIFE'র অনলাইন সেবাসমূহ

(ক) কারখানার লে-আউট প্ল্যান বা সম্প্রসারণ/সংশোধনের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের আবেদন।
(খ) কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনসহ কারখানার লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন।
(গ) কারখানার লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন।
(ঘ) কারখানার লাইসেন্স নবায়নের আবেদন।
(ঙ) কারখানার লাইসেন্স সংশোধনের আবেদন।
(চ) কারখানার লে-আউট প্ল্যান বা সম্প্রসারণ/সংশোধনের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনসহ কারখানার লাইসেন্স সংশোধনের আবেদন।
(ছ) কারখানার ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন।
(জ) কাজ শুরু করার পূর্বে নোটিশ।
(ঝ) কোন শ্রমিকের বা শ্রমিকদের মজুরীসহ আইনগত প্রাপ্য পাওনাদির বিষয়ে অভিযোগ।
(ঞ) আবেদনপত্রের স্ট্যাটাস বা অবস্থান সম্পর্কে তথ্য।

১২. ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ডাইফ-এর অর্জন

অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি

কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার লঙ্ঘন বিষয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ এবং অভিযোগ আমলে নিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে উপযুক্ত পাওনা বুঝিয়ে দেয়া হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ১৭২০ টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় মোট ১১৫৮ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

টেবিল ২০: অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	মাস	গৃহীত অভিযোগ		মোট অভিযোগ (১+২)	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ
		পত্র/দরখাস্ত	অনলাইনে		
		১	২	৩	৪
১	জুলাই'১৬	৭৭	৮০	১৫৭	১২৩
২	আগস্ট'১৬	৯৯	৩৩	১৩২	৮৭
৩	সেপ্টেম্বর'১৬	৭৪	৩৬	১১০	৭৭
৪	অক্টোবর'১৬	১১৮	৩৫	১৫৩	৯৫
৫	নভেম্বর'১৬	৯৫	২৫	১২০	৮৩
৬	ডিসেম্বর'১৬	১০৫	৪	১০৯	৭৫
৭	জানুয়ারি'১৭	১৩২	৫৯	১৯১	৮০
৮	ফেব্রুয়ারি'১৭	৯৪	১	৯৫	৫৬
৯	মার্চ'১৭	৯৯	৪৯	১৪৮	৮৬
১০	এপ্রিল'১৭	১১৪	৫	১১৯	৬১
১১	মে'১৭	১৩৭	৯	১৪৬	৯৫
১২	জুন'১৭	১৯৩	৪৭	২৪০	২৪০
মোট		১৩৩৭	৩৮৩	১৭২০	১১৫৮

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০১৭

অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া সহজতর করতে অধিদপ্তরে একটি টোল ফ্রি হেল্প লাইন চালু করা হয়েছে। যার নম্বর হলো ০৮৮০০৪৪৫৫০০০। এই হেল্প লাইনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রমিকরা শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালার লঙ্ঘন এবং অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে পারেন। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে হেল্প লাইনের মাধ্যমে মোট অভিযোগ গৃহীত হয়েছে ৮৮১ টি। এর মধ্যে প্রাসঙ্গিক অভিযোগ ৮৩২ টি এবং অপ্রাসঙ্গিক অভিযোগ ৪৯ টি। হেল্প লাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ গুলোর মধ্যে ২৪৮ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে মামলা ও মামলা নিষ্পত্তি

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে নিরলস কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রথমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা চিহ্নিত করে তা শোধরানোর জন্য সময় দেয়া হয়। প্রয়োজনে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক বা মালিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া শ্রমিক ও মালিকগণকে বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সময়ে সময়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা পরিচালনা করা হয়। এসব কিছুর পরেও বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধির লঙ্ঘিত বিষয়গুলো সংশোধনের জন্য বেঁধে দেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভুল সংশোধন না করলে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। তারপরও যদি নির্দেশনা পালন না করা হয় তাহলে আইন ও বিধি লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১২৭৩ টি।

টেবিল ২১: মামলা সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	মাস	গার্মেন্টস	দোকান	প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য কারখানা	শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে মামলা	মোট (১+২+৩+৪+৫)	মামলা নিষ্পত্তি
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	জুলাই’১৬	৬	০	৭১	০	০	৭৭	৯
২	আগস্ট’১৬	২৪	০	০	৩৪	৪০	৯৮	২০
৩	সেপ্টেম্বর’১৬	১৭	০	৪৫	২৪	০	৮৬	২২
৪	অক্টোবর’১৬	১১	০	০	১০৩	০	১১৪	৩৯
৫	নভেম্বর’১৬	১১	৩	১	৫৮	৪	৭৭	৩৭
৬	ডিসেম্বর’১৬	১৭	২	০	৪৬	২	৬৭	৩৬
৭	জানুয়ারি’১৭	১১	৭	১	৮৪	১	১০৪	৫
৮	ফেব্রুয়ারি’১৭	৫	০	১৪	৯৭	৩	১১৯	৩৩
৯	মার্চ’১৭	৯	১২	৫	১১৮	৯	১৫৩	২৮
১০	এপ্রিল’১৭	১০	২৩	২৪	৮১	৩	১৪১	৭
১১	মে’১৭	২	৬	১৫	৬৬	০	৮৯	১৫
১২	জুন’১৭	১	২৪	১২	১১১	০	১৪৮	২২
মোট		**১২৪**	**৭৭**	**১৮৮**	**৮২২**	**৬২**	**১২৭৩**	**২৭৩**

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০১৭

কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান

২০১৬-১৭ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত ৪৩৫ জন শ্রমিক এবং নিহত ১৭০ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৭৭,১০,৫৬০/- টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

টেবিল ২২: দুর্ঘটনা এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত তথ্য

বিভিন্ন কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকসংখ্যা এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান				
মাসের নাম	দুর্ঘটনা	আহত	নিহত	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (টাকা)
জুলাই’১৬	১০	৮	৭	৮০৬২৫০
আগস্ট’১৬	১০	১২	২০	০
সেপ্টেম্বর’১৬	১৬	৫৫	৫২	২,৯০০,০০০
অক্টোবর’১৬	৪১	৩৬	৬	৫০,০০০
নভেম্বর’১৬	২৮	২৩	৭	২০০,০০০
ডিসেম্বর’১৬	৩০	২২	১১	৪০০,০০০
জানুয়ারি’১৭	৩৬	৪০	১১	৯০০,০০০
ফেব্রুয়ারি’১৭	৪৩	৩৯	১৪	১,৩৫০,০০০
মার্চ’১৭	৬৭	৬৪	৭	৪০০,০০০
এপ্রিল’১৭	৫০	৫৪	২১	০
মে’১৭	৪০	৪১	৬	৩০৪,৩১০
জুন’১৭	৩৯	৪১	৮	৪০০,০০০
মোট	**৪১০**	**৪৩৫**	**১৭০**	**৭৭১০৫৬০**

উৎস: সেইফটি শাখা, ডাইফ, ২০১৭

গণশুনানী নিষ্পত্তি

শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে নিয়মিত গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। শ্রমিকের বকেয়া বেতন, আইনানুগ পাওনাদি, লে-আউট প্ল্যান সংক্রান্ত, বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ, ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন, শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে অবহিতকরণ, শ্রমিক/কর্মচারীদের হাজিরা ও মজুরি রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম, সাপ্তাহিক ছুটি, ন্যূনতম মজুরি, বীমা সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য এসব গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১০০৫ দিন গণশুনানী আয়োজনের মাধ্যমে ৯১৯ জন সেবা প্রত্যাশীর ৭৯১ টি আবেদন বা অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

টেবিল ২৩: গণশুনানী নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	বিবেচ্য মাসে মোট কতদিন শুনানী হয়েছে	সেবা প্রত্যাশীর সংখ্যা	কতজনের আবেদন/অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে
১	জুলাই, ২০১৬	৭৯	৪৯	৪৯
২	আগস্ট, ২০১৬	৮৭	৫১	৪৮
৩	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	৫৪	৫২	৪২
৪	অক্টোবর, ২০১৬	৬৯	৫৬	৪৬
৫	নভেম্বর, ২০১৬	৫৯	৫৮	৫০
৬	ডিসেম্বর, ২০১৬	৮৮	৭৭	৫৫
৭	জানুয়ারি, ২০১৭	১১৮	৮৯	৮২
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	৮৪	৮৫	৬৮
৯	মার্চ, ২০১৭	৯০	১০২	৯১
১০	এপ্রিল, ২০১৭	১০০	৯১	৮৪
১১	মে, ২০১৭	৮৯	৮০	৭৫
১২	জুন, ২০১৭	৮৮	১২৯	১০১
মোট		**১০০৫**	**৯১৯**	**৭৯১**

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০১৭

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদান

কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৬২৮৩ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ১৪,৭৫,৮৪,৭১০/- টাকা।

টেবিল ২৪: প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	মাসের নাম	মাতৃত্ব কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে এমন শ্রমিকের সংখ্যা	প্রদানকৃত মোট অর্থের পরিমাণ
১	জানুয়ারি'১৭	৩৭০	১১৪৩৭৮৬৪
২	ফেব্রুয়ারি'১৭	৪৫০	১০২৩৯৮৬০
৩	মার্চ'১৭	৪১২	১১৬০১৪৫২
৪	এপ্রিল'১৭	৩৯৫	১১৪৩৯৮৬৪
৫	মে'১৭	৫৪৯	১১২৯৩০৬৮
৬	জুন'১৭	২৮৩	৬১৯০৭৭১
৭	জুলাই'১৭	৫২৩	১১৫০৭২৫৮
৮	আগস্ট'১৭	৪৯৭	১৩৭৭৫৮৭৯
৯	সেপ্টেম্বর'১৭	৫৬৮	৫১৬৫৭৩০
১০	অক্টোবর'১৭	৫৭৪	১৪৫২৮৯৪০
১১	নভেম্বর'১৭	৮৭০	২০৪৮৪৬৫৬
১২	ডিসেম্বর'১৭	৭৭২	১৯৯১৯৩৬৮
সর্বমোট		**৬২৮৩**	**১৪৭৫৮৪৭১০**

উৎস: স্বাস্থ্য শাখা, ডাইফ, ২০১৭

লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স নবায়ন

কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মোট ৮০১৩ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ১০৭৩২ টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে।

টেবিল ২৫: লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	লাইসেন্স প্রদান	লাইসেন্স নবায়ন
১	জুলাই'১৬	৩৪১	৪৭২
২	আগস্ট'১৬	৫৯২	৬২৭
৩	সেপ্টেম্বর'১৬	৪১৪	২৯৫
৪	অক্টোবর'১৬	৪৫১	৩৮৬
৫	নভেম্বর'১৬	৫৩১	৪৫৪
৬	ডিসেম্বর'১৬	৬৩২	৪৯৯
৭	জানুয়ারি'১৭	৮৩০	৬৮১
৮	ফেব্রুয়ারি'১৭	৮৬৩	৩৫৫
৯	মার্চ'১৭	৮০২	৩৫৬
১০	এপ্রিল'১৭	৭৪২	৪৬৯
১১	মে'১৭	৬৮৯	৮৬৩
১২	জুন'১৭	১১২৬	৫২৭৫
মোট		৮০১৩	১০৭৩২

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০১৭

কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়

কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যবসা এবং বিনিয়োগের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এ লক্ষ্যে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন করে কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় করে দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে ডাইফ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন করে ৪,১৯,৪৭,০০০ (চার কোটি উনিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার) টাকা আয় করেছে।

শিশুকক্ষ স্থাপন

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এই অধিদপ্তর। শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে। ডাইফের তত্ত্বাবধানে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ২১০ টি শিশুকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া শিশুকক্ষ স্থাপনের জন্য ৩২৪ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

টেবিল ২৬: শিশুকক্ষ স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ সভা এবং শিশুকক্ষ স্থাপন

ক্রমিক নং	মাস	স্থাপিত শিশুকক্ষের সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা
১	জুলাই'১৬	১৯	৩০
২	আগস্ট'১৬	২৭	৩৮
৩	সেপ্টেম্বর'১৬	১১	১৭
৪	অক্টোবর'১৬	১৯	৩৩
৫	নভেম্বর'১৬	১৮	৩১
৬	ডিসেম্বর'১৬	২৮	৪৪
৭	জানুয়ারি'১৭	৩০	৩৭
৮	ফেব্রুয়ারি'১৭	২৫	৪২
৯	মার্চ'১৭	১৪	২৪
১০	এপ্রিল'১৭	০৫	০৯
১১	মে'১৭	০৭	১০
১২	জুন'১৭	০৭	০৯
সর্বমোট		**২১০**	**৩২৪**

উৎস: স্বাস্থ্য শাখা, ডাইফ, ২০১৭

ছবি ১৬: ডাইফ প্রধান কার্যালয়ে শিশুকক্ষ উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব আফরোজা খান

আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন

২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৮৮টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং ১২ টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। প্রদানকৃত নতুন লাইসেন্স থেকে রাজস্ব আয় হয়েছে ২৫৫৫০০০ টাকা এবং নবায়নকৃত লাইসেন্স থেকে রাজস্ব আয় হয়েছে ৯১০০০ টাকা। আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাবদ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ২৬৪৬০০০ টাকা।

টেবিল ২৭: আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং নবায়ন থেকে রাজস্ব আয়

ক্রমিক নং	মাসের নাম	আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নবাবদ রাজস্ব আয়
১	জুলাই'১৬	৯৫০০০
২	আগস্ট'১৬	৩৩০০০
৩	সেপ্টেম্বর'১৬	৪০০০০
৪	অক্টোবর'১৬	১৫০০০০
৫	নভেম্বর'১৬	৪৪৫০০০
৬	ডিসেম্বর'১৬	৭৫০০০
৭	জানুয়ারি'১৭	১৮০০০০
৮	ফেব্রুয়ারি'১৭	৪২৮০০০
৯	মার্চ'১৭	২৯০০০০
১০	এপ্রিল'১৭	৪১০০০০
১১	মে'১৭	৫০০০০০
১২	জুন'১৭	০
সর্বমোট		**২৬৪৬০০০**

উৎস: হিসাব উপশাখা, ডাইফ, ২০১৭

পরিদর্শন

সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং নিয়মিত কাজ হচ্ছে শ্রম পরিদর্শন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ডাইফ কর্তৃক কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৩২৯২৪ টি পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে।

টেবিল ২৮: পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	মাস	পরিদর্শিত গার্মেন্টস	পরিদর্শিত দোকান	পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য কারখানা পরিদর্শন	মোট (১+২+৩+৪)
		১	২	৩	৪	৫
১	জুলাই'১৬	১৭০	২০৪	০	১৯১২	২২৮৬
২	আগস্ট'১৬	১৮৫	৪২০	০	১৯৫৪	২৫৫৯
৩	সেপ্টেম্বর'১৬	১৭৮	১৮০	১৭৯	১৮১২	২৩৪৯
৪	অক্টোবর'১৬	১৪১	০	২৭৫	১৮৬৫	২২৮১
৫	নভেম্বর'১৬	১২৯	৪৩৮	১৮৬	১৬৩৪	২৩৮৭
৬	ডিসেম্বর'১৬	১৪৩	৪৪৫	১৪৩	১৬০০	২৩৩১
৭	জানুয়ারি'১৭	১৫৬	৪০২	৩৩৭	১৬০৩	২৪৯৮
৮	ফেব্রুয়ারি'১৭	১৯০	৬৩৬	৩৪৫	১৪৩৬	২৬০৭
৯	মার্চ'১৭	২৯১	৮১১	৪৯৩	১৪২৮	৩০২৩
১০	এপ্রিল'১৭	২১৬	৯৯৯	৫৪৫	১৩৭৬	৩১৩৬
১১	মে'১৭	২৩৭	১২৪৪	৫৯৯	১৬২৮	৩৭০৮
১২	জুন'১৭	১৪১	১৪২১	৪৯৬	১৭০১	৩৭৫৯
মোট		**২১৭৭**	**৭২০০**	**৩৫৯৮**	**১৯৯৪৯**	**৩২৯২৪**

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০১৭

ছবি ১৭: কারখানা পরিদর্শনরত দুই জন শ্রম পরিদর্শক

কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালায় কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কোন নির্ধারিত মানদন্ড নেই। এজন্য কারখানা পরিদর্শন চেকলিস্টের বিধানগুলো প্রতিপালনে 'এ' শ্রেণীভুক্ত হলে, কারখানাগুলোকে কমপ্লায়েন্স কারখানা হিসেবে ধরা হয়। কমপ্লায়েন্স কারখানাগুলো বাংলাদেশ শ্রম আইন ও এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ধারা এবং বিধি প্রতিপালন করে থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০০ টি কারখানায় এরূপ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপমহাপরিদর্শকের নিজস্ব ভবন নির্মাণ

"DIFE আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ৯টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প"-এর আওতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ৯টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

শিশুশ্রম নিরসন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে রপ্তানীমুখী তৈরি পোশাক শিল্প এবং চিংড়ি শিল্পে ইতোমধ্যে শতভাগ শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১১টি সেক্টরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিশুশ্রম নিরসনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেক্টরগুলো হলো: অ্যালুমিনিয়াম, তামাক/বিড়ি, সাবান, প্লাস্টিক, কাঁচ, স্টোন ক্রাসিং, স্পিনিং, সিল্ক, ট্যানারি, শীপ ব্রেকিং, তাঁত।

সেইফটি কমিটি গঠন

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধিত বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং ২০১৫ সালে প্রণীত শ্রম বিধিমালায় সেইফটি কমিটি সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তন হওয়ার পর কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠনের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর পর থেকে কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানায় মোট ২০৪৩ টি সেইফটি কমিটি গঠন নিশ্চিত করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা

বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নে ২৩ টি জেলার উপমহাপরিদর্শকগণ কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন বিষয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের মাঝে মোট ৫৩৩ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়েছে।

ছবি ১৮: মৌলভীবাজারে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধকরণ সভা

কারখানা সংস্কার কার্যক্রম

National Initiative এর আওতাধীন ১৫৪৯টি রপ্তানীমুখী পোশাক কারখানার সংস্কার কাজ পরিচালনার করার জন্য গঠন করা হয়েছে Remediation Coordination Cell (আরসিসি)। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের মে হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩২টি সভার মাধ্যমে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম জেলার মোট ৪১৮ টি কারখানা মালিক প্রতিনিধির সঙ্গে সংস্কারের অগ্রগতি বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়। সভাগুলোতে সংস্কার কাজ সমাপ্ত করার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

সেবা সহজীকরণ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গাজীপুরে অবস্থিত অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে এর পাইলট প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ১১ টি ধাপ এবং ৯০ দিন থেকে কমিয়ে ৯ টি ধাপে ৪৫ দিনে বিদ্যমান লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা হবে।

চাকুরি বিধি অনুমোদন

বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধি অনুমোদন করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৩ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাকুরি বিধি অনুমোদন করা হয়েছে।

১৩. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

অধিদপ্তর সম্প্রসারণ:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে কাজের পরিধি বেড়ে যায়। একইসাথে প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি বেড়ে যাওয়ায় অধিক জনবলের চাহিদাও অনুভূত হয়। এরই প্রেক্ষিতে অধিদপ্তরের সম্প্রসারণের নিমিত্তে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একটি "অধিদপ্তর সম্প্রসারণ প্রস্তাব"পাঠানো হয়। প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোতে বর্তমান ১টি প্রধান কার্যালয় এবং ২৩টি জেলা কার্যালয়ের স্থলে ১টি প্রধান কার্যালয়, ৯টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৪৩টি জেলা কার্যালয়ের প্রস্তাব করা হয়। বর্তমানে অধিদপ্তরের মঞ্জুরীকৃত ৯৯৩ পদের বিপরীতে মোট ৫০টি ক্যাটাগরিতে ৩৩৮০টি পদের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী একজন মহাপরিদর্শক, ৮ জন অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, ২৯ জন যুগ্ম মহাপরিদর্শক, ১০২ জন উপমহাপরিদর্শক, ৮০ জন অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক, ২৩০ জন সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), ৩৪৭ জন সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি), ১৮৬ জন সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)সহ মোট ৩৩৮০ জন জনবলের প্রস্তাব করা হয়।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, অন্যান্য অংশীজনদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা

দেশব্যাপী সকল অংশীজনের মধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারণার কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সংস্কৃতি বাস্তবায়নে অধিদপ্তরে "OSH Unit" গঠন করা হয়েছে।

শ্রমিকদের ডাটাবেজ তৈরি

শ্রমিকরা যেন আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য সারাদেশে সকল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য একটি সমন্বিত ডাটাবেজ প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় পরিচয়ত্রের ন্যায় 'স্মার্ট কার্ড' প্রদানের পরিকল্পনা অধিদপ্তরের রয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় বৃদ্ধি

বর্তমানে ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর হিসাবমতে, সারাদেশের ৮১ লক্ষ অর্থনৈতিক ইউনিটকে আইনের আওতায় আনার প্রয়োজনে সারাদেশের শিল্প এবং শ্রমঘন এলাকাগুলোতে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় স্থাপন আবশ্যক। একইসাথে কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য সকল বিভাগে বিভাগীয় দপ্তর স্থাপনের মাধ্যমে অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি করে অবকাঠামোগত সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন পরিকল্পনা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের পরিকল্পনাকে বিবেচনায় রেখে আগামী ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সকল ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুশ্রম নিরসন এবং ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে শিশুশ্রমমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সমন্বিত পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে, জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল-এর কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে ১১ টি সেক্টরকে লক্ষ্য করে শিশু শ্রমিক সনাক্তকরণ কার্যক্রম চলছে।

টেবিল: ২৯: সেক্টর ভিত্তিক শিশু শ্রমিকের তালিকা

ক্রমিক	সেক্টরের নাম	কারখানা সংখ্যা	শিশু শ্রমিকের সংখ্যা
১	অ্যালুমিনিয়াম	৮১	১৩৭
২	তামাক/বিড়ি	১৪৫	৪৪৫
৩	সাবান	০১	০১
৪	প্লাস্টিক	১২	৪৬
৫	কাঁচ	০০	০০
৬	স্টোন ক্রাসিং	০১	০২
৭	স্পিনিং	৩৩	১৬৫
৮	সিল্ক	০১	০১
৯	ট্যানারি	০০	০০
১০	শিপ ব্রেকিং	২০	২০
১১	তাঁত	১৯	৩৭

উৎস: স্বাস্থ্য শাখা, ডাইফ, ২০১৭

Industrial Safety Unit গঠন:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত সকল কারখানার সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অধিদপ্তর সম্প্রসারণের দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্গানোগ্রামে সেইফটি শাখা ছাড়াও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেইফটি নামক একটি ইউনিট গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ইউনিটের মাধ্যমে কারখানাগুলোতে স্ট্রাকচারাল, ফায়ার, ইলেকট্রিক্যাল সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে তদারকি করা হবে। প্রস্তাবিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি ইউনিটের কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়সহ প্রস্তাবিত বিভাগীয় অফিস থেকে পরিচালিত হবে। ফলে তৈরি পোশাকসহ সকল কারখানার ভবন, বিদ্যুৎ, অগ্নি বিষয়ক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে। এই ইউনিটের প্রধান কার্যালয়ের জনবল হবে ৬৩ জন এবং ০৯ টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জনবল হবে ১৩৫ জন। মোট জনবল হবে ১৯৮ জন। আরএমজি কারখানার ছাড়াও অন্যান্য কারখানার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা মোতাবেক বিভাগীয় কার্যালয়গুলো কাজ করবে।

ছবি ১৯: খুলনায় জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির সভা

১৪. অন্তরায়সমূহ

পরিদপ্তর থেকে অধিদপ্তরে রূপান্তরের পর হতে বিগত সময়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে নিম্নলিখিত অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে, যা নিরসন করা সম্ভব হলে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতি সঞ্চার হবে এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

ক. অধিদপ্তরের অবকাঠামো সংস্কার ও জনবল স্বল্পতা
খ. পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য স্থায়ী অবকাঠামোর অভাব
গ. গবেষণার অভাব
ঘ. আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিদর্শকদের ক্ষমতা প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা
ঙ. মামলা পরিচালনায় আইনি বাধ্যবাধকতা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রম আদালতের অভাব।

দেশের কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ প্রয়োগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমজীবী মানুষের অধিকার বাস্তবায়নে ব্যাপক অবদান রাখছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। বিশেষ করে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন চর্চার মাধ্যমে শিল্পে শান্তি, স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করছে ডাইফ। শ্রমিক, মালিক, ক্রেতা ও ভোক্তার মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অপরিসীম অবদান রেখে চলেছে এই অধিদপ্তর।

১৫. বিবিধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
http://www.dife.gov.bd
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)

১. ভিশন ও মিশন

ভিশন: শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি।

মিশন:

- বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন
- কারখানার উৎপাদনশীলতা উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃষ্টি
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে স্ট্রাকচারাল, ফায়ার এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
- বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন
- শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ

২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ:

২.১) নাগরিক সেবা

নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	কারখানা লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন ও সম্প্রসারণের অনুমোদন	**(ক)** কারখানা কর্তৃপক্ষ এমোনিয়া বা ব্লু প্রিন্টে দুই কপি নকশা ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে (ফরম-৭৬) উপমহাপরিদর্শক কার্যালয়ে আবেদন পত্র দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক কারখানাটি সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে উপমহাপরিদর্শকগণ নকশা অনুমোদন করবেন। **(খ)** http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ২। ভাড়ার চুক্তি/জমির খারিজের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক) কপি। ৪। সয়েল টেস্ট রিপোর্ট (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) ৫। স্বীকৃত প্রকৌশলী/ প্রকৌশলী সংস্থা কর্তৃক প্রণীত স্ট্রাকচারাল ডিজাইন/ড্রইং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৬। স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশল সংস্থার লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৭। স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশল সংস্থা কর্তৃক ভবন নির্মাণের সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) । ৮। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ভবনের নকশা।	বিনামূল্যে	৪৫ দিন	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

২	কারখানা/প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান	**(ক)** কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফরম (ফরম-৭৭) পূরণ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ উপমহাপরিদর্শক কার্যালয়ে আবেদন পত্র দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক কারখানাটি সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে উপমহাপরিদর্শকগণ কারখানা/প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন এবং সংশোধন করবেন। **(খ)**http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ২। ভাড়ার চুক্তি/জমির খারিজের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক) কপি। ৪। বিদ্যুতের ডিমান্ট নোট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৫। মেমোরেন্ডাম অফ আর্টিকেল/অংশিদারী চুক্তি কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৬। কারখানা লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৭। প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত ভবনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশার কপি ও অনুমোদনপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৮। ট্রেজারি চালান প্রদানের মূল কপি। ৯। মূল লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১০। কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/কর্মচারীর তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।	সরকার নির্ধারিত লাইসেন্স ফি/লাইসেন্স নবায়ন ফি (২.২ ক্রমিকে বিস্তারিত বর্ণিত) কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স ফি/লাইসেন্স নবায়ন ফি চালান কোডে (১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪) জমা প্রদান করবেন।	৪৫ দিন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৩	লাইসেন্স নবায়ন	**(ক)** নতুন লাইসেন্স প্রদান এর পদ্ধতিতে নবায়ন সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হবে। **(খ)**http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ২। ট্রেজারি চালান প্রদানের মূল কপি। ৩। মূল লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৪। কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/কর্মচারীর তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।	বিনামূল্যে	২০ দিন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৪	ঠিকাদার সংস্থার (Outsourcing) রেজিষ্ট্রেশন এবং লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন এবং সংশোধন	**(ক)** LIMA অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে। ঠিকাদার সংস্থা নির্ধারিত ফরম (ফরম-৭৭) পূরণ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করবেন। ২। মহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রের তথ্যবলীর সঠিকতা যাচাই করবেন এবং প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। দাখিলকৃত প্রতেবেদনের আলোকে মহাপরিদর্শক লাইসেন্সে আবেদন মঞ্জুর করবেন। মঞ্জুরের তারিখ থেকে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ঠিকাদার সংস্থা	১। আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ০৫ (পাঁচ) কপি ছবি। ২। আবেদনকারীর নাগরিকত্ব সনদ। ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি। ৪। ট্রেড লাইসেন্সের কপি। ৫। TIN সনদ। ৬। মূল্য সংযোজন কর (VAT) রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি। ৭। আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণস্বরূপ ব্যাংকের সনদপত্র। ৮। কোম্পানির সংঘ অংশীদারী কারবার, সংঘ ও সমিতি হলে	সরকার নির্ধারিত লাইসেন্স ফি/ লাইসেন্স নবায়ন ফি (২.২ ক্রমিকে বিস্তারিত বর্ণিত)	৪৫ দিন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ)

		নির্ধারিত লাইসেন্স ফি চালান কোডে (১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪) জমা প্রদান করবেন। ৩। আবেদন মঞ্জুর করা হলে উক্ত মঞ্জুরের তারিখ থেকে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ লাইসেন্স ফি জমা প্রদান করতে হবে। ৪। ফরম ৭৮ অনুযায়ী মহাপরিদর্শক লাইসেন্স প্রদান করবেন। ৫। ঠিকাদার সংস্থা লাইসেন্স নবায়নের জন্য বিধি ৩৫৫ (৩) এর বিধান অনুযায়ী মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদন করতে হবে।	অংশীদারি দলিল বা মেমোরেন্ডাম অফ এসোসিয়েশন। ৯। মহাপরিদর্শকের অনুকূলে জামানত হিসেবে তফসিল নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক হিসাবে জমাকরণ। ১১। ঠিকানাসহ অবস্থান ও অফিস ব্যবস্থাপনার বিবরণ। ১২। যোগাযোগের আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির তালিকা ও এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সনদপত্র। ১৩। নিজস্ব প্রশিক্ষণ সুবিধার ব্যবস্থা বা অন্য কোন অনুমোদিত প্রশিক্ষণ সংস্থার সাথে চুক্তিপত্র (যদি থাকে)। ১৪। কর্মী নিয়োগ বিধিমালা। ১৫। ভাড়ার চুক্তি/জমির খারিজের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৬।বিদ্যুতের ডিমান্ট নোট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৭। প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত ভবনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশার কপি ও অনুমোদনপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৮। মূল লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৯।কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/কর্মচারীর তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।			
৫	কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধি অনুমোদন	কারখানা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ফরম-১, ফরম-২ ও ফরম-২ (ক) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পূরণ করে খসড়া চাকুরী বিধিমালা মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদন করবেন। মহাপরিদর্শক বিধি ৪ অনুসরণপূর্বক চাকুরী বিধি অনুমোদন করবেন।	-	বিনামূল্যে	৪৫ দিন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ)
৬	অভিযোগ নিষ্পত্তি	**(ক)** চাকুরির শর্তাবলী, মাতৃত্বকল্যাণ, মজুরি ও আইন ও বিধি মোতাবেক অন্যান্য অভিযোগ মহাপরিদর্শক বরাবর দাখিল করবেন। **(খ)**http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	-	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৭	টোল ফ্রি হট লাইন সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি।	শ্রমিক/ সংশ্লিষ্ট কেউ ০৮০০-৪৪৫৫০০ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ দায়ের করবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	-	বিনামূল্যে	৩০ দিন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ)

৮	DEA/ Design Analysis	DIFE কর্তৃক তালিকাভুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত বিভিন্ন কলকারখানার Structural DEA এবং Fire, Electrical Design এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি টাস্কফোর্সের সহায়তায় অনুমোদন করা হয় ও ফ্যাক্টরি মালিককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	প্রযোজ্য নয়	বিনামুল্যে	৪৫ দিন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি)
৯	রিমেডিয়েশন তদারকি/ পরিদর্শন	Preliminary assessment হতে প্রাপ্ত Structural, Fire, Electrical এর প্রদত্ত সমস্যাগুলোর জন্য DEA/Design সংগ্রহ ও অনুমোদিত DEA/Design অনুযায়ী ফ্যাক্টরিগুলো কাজ করছে কিনা তা তদারকি করা হয়।	প্রযোজ্য নয়	বিনামুল্যে	চলমান	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি)
১০	দুর্ঘটনা প্রতিরোধক ল্পে দুর্ঘটনা কবলিত কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন	কারখানা/প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা ঘটলে কারখানা কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ০২ (দুই) দিনের মধ্যে সংঘটিত দুর্ঘটনার বিষয়ে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম-২৭, ২৭ (খ) অনুযায়ী নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অত্র দপ্তরকে অবহিত করবেন। কারখানা পরিদর্শকগণ প্রাপ্ত নোটিশ মারফত অথবা অন্য কোন মাধ্যমে দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে দুর্ঘটনা কবলিত কারখানা/প্রতিষ্ঠান সরজমিন তদন্ত করেন। তদন্তকালে পরিদর্শকগণ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, দায়ী চিহ্নিতকরণ এবং ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ করেন।	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়	বিনামুল্যে	তাৎক্ষণিক ও ক্ষেত্র বিশেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতির সময় সাপেক্ষে সেবা প্রদান করা হয়	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
১১	দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের শ্রম আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান	**(ক)** দুর্ঘটনা কবলিত কারখানা/প্রতিষ্ঠান সরেজমিন তদন্তকালে পরিদর্শকগণ আহত ও নিহত শ্রমিকদের বিস্তারিত তথ্য, শ্রম আইনের লঙ্ঘিত ধারাসমূহের তথ্য সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে শ্রম আইন অনুযায়ী আহত ও নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয় এবং শ্রম আইনের লঙ্ঘিত ধারার বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। **(খ)** দুর্ঘটনার তথ্য ও ক্ষতিপূরণ প্রদান বিষয়ক ষান্মাসিক প্রতিবেদন ফরম নং ২৮ অনুযায়ী কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রদান করবে।	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়	বিনামুল্যে	তাৎক্ষণিক ও ক্ষেত্র বিশেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতির সময় সাপেক্ষে সেবা প্রদান করা হয়	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
১২	সেইফটি কমিটি	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা ৯০ক ও বিধিমালা ৮০-৮৫ ও তফসিল -৪ এর বিধান মোতাবেক ৫০ বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে এমন কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে	**(ক)** ১) সেফটি কমিটি গঠনের মেমোরান্ডাম। ২) সেফটি কমিটি গঠনের তারিখ ।	বিনামুল্যে	প্রযোজ্য নয়	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

		সেফটি কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে। সেফটি কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে কারখানা কর্তৃপক্ষকে আইন মোতাবেক অত্র দপ্তরকে অবহিত করতে হয়। গঠিত সেফটি কমিটির কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা অত্র দপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব।	৩) সেফটি কমিটির সদস্যদের নাম, পদবি। ৪) সেফটি কমিটির কার্যপরিধি। **(খ)** সেফটি কমিটির সভার কার্যবিবরণী ও সেফটি কমিটির সদস্যদের উপস্থিতির তালিকা।			
১৩	তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদান	নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন।	তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (http://www.infocom.gov.bd) সংশ্লিষ্ট সকল আবেদনপত্র পাওয়া যাবে।	নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে	আইনানুগ সময়সীমা	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

২.২) দাপ্তরিক সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অর্জিত ছুটি এবং শ্রান্তি বিনোদন ছুটি অনুমোদন	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথা সময়ে আবেদন।	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রঃ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
২	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরী নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ।	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথা সময়ে আবেদন।	বিনামূল্যে	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর তিন কার্যদিবস	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (প্রঃ)
৩	পেনশন নিষ্পত্তি	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথা সময়ে আবেদন।	বিনামূল্যে	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর তিন কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রঃ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৪	বাজেট বরাদ্দ ও বেতন ভাতা সংক্রান্ত	ibas++ সিস্টেমের মাধ্যমে জেলা কার্যালয় সমূহে বাজেট বরাদ্ধ এবং বেতন ভাতা সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়।	ibas.finance.gov.bd এবং দপ্তরের প্রধান কার্যালয়।	বিনামূল্যে	প্রয়োজন অনুসারে	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রঃ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অর্জিত ছুটি ও শ্রান্তি বিনোদন ছুটি অনুমোদন	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	১। মহাপরিদর্শক বরাবর নির্ধারিত নিয়মে আবেদন ২। ছুটি প্রাপ্যতার সনদ ৩। সর্বশেষ ভোগকৃত শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুরীর কপি।	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রঃ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
২	পেনশন নিষ্পত্তি	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথাসময়ে আবেদন।	বিনামূল্যে	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর তিন কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রঃ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৩	জিপিএফ সুবিধা	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত আবেদন	বিনামূল্যে	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর তিন কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রঃ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৪	প্রশিক্ষণে মনোনয়ন	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথাসময়ে আবেদন।	প্রযোজ্য নয়	৫ (পাঁচ) কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রঃ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৫	মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত আবেদন	প্রযোজ্য নয়	১০ (দশ) কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রঃ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৬	কম্পিউটার সরঞ্জামাদি, যানবাহন, আসবাবপত্র এবং স্টেশনারি সরবরাহ	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত আবেদন	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রঃ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা:

ক্রমিক	প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদনপত্র জমা প্রদান
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা
৩	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৪	আবেদনের ধারাক্রম অনুসারে সেবা গ্রহণ
৫	সার্বিক সহযোগিতা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS):

যথাসময়ে সেবা না পাওয়া গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে।

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	নাম: ড. মোঃ আনোয়ার উল্ল্যাহ পদবি: অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ফোন: ০২৫৫০১৩৬২৭ ইমেইল: additionalig_46@yahoo.com ওয়েব: http://www.dife.gov.bd	৩ মাস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	নাম: মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া পদবি: মহাপরিদর্শক ফোন: ০২৫৫০১৩৬২৬ ইমেইল: chiefdife@gmail.com ওয়েব: http://www.dife.gov.bd	১ মাস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল		৩ মাস

কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান, দোকান এবং ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স ফি এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি

(১) কারখানার জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	৫-৩০	৫০০	৩০০
বি	৩১-৫০	১,০০০	৭০০
সি	৫১-১০০	১,৫০০	১,০০০
ডি	১০১-২০০	২,৫০০	১,৮০০
ই	২০১-৩০০	৩,০০০	২,২০০
এফ	৩০১-৫০০	৫,০০০	৩,৫০০
জি	৫০১-৭৫০	৬,০০০	৪,৮০০
এইচ	৭৫১-১০০০	৮,০০০	৫,০০০
আই	১০০১-২০০০	১০,০০০	৭,০০০
জে	২০০১-৩০০০	১২,০০০	৮,৪০০
কে	৩০০১-৫০০০	১৫,০০০	১০,০০০
এল	৫০০১-তদূর্ধ্ব	১৮,০০০	১২,০০০

(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের (কারখানা ও ঠিকাদার সংস্থা ব্যতীত) জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
মিনি	০-৫	৩০০	১৫০
এ	৫-২৫	৫০০	৩০০
বি	২৬-৫০	১,০০০	৭০০
সি	৫১-১০০	১,৫০০	১,০০০
ডি	১০১-২০০	২,৫০০	১,৮০০
ই	২০১-৩০০	৩,০০০	২,২০০
এফ	৩০১-৫০০	৫,০০০	৩,৫০০
জি	৫০১-৭৫০	৬,০০০	৪,৮০০
এইচ	৭৫১-১০০০	৮,০০০	৫,০০০
আই	১০০১-২০০০	১০,০০০	৭,০০০
জে	২০০১-৩০০০	১২,০০০	৮,৪০০
কে	৩০০১-৫০০০	১৫,০০০	১০,০০০
এল	৫০০১-তদূর্ধ্ব	১৮,০০০	১২,০০০

(৩) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের (ক্লাব, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ব্যাংক, বীমা ব্যতীত) জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	১-১০	৫০০	৩০০
বি	১১-৩০	১,০০০	৭০০
সি	৩১-৫০	১,৫০০	১,০০০
ডি	৫১-১০০	২,৫০০	১,৫০০

ই	১০১-৩০০	৩,৫০০	২,০০০
এফ	৩০১-৫০০	৫,০০০	২,৫০০
জি	৫০১-৭৫০	৬,০০০	৩,০০০
এইচ	৭৫১-১০০০	৭,৫০০	৪,০০০
আই	১০০১-তদূর্ধ্ব	১০,০০০	৫,০০০

(৪) বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	১-৩০	৫০০০	৩০০০
বি	৩১-৫০	৭,০০০	৪০০০
সি	৫১-১০০	১০,০০০	৭,০০০
ডি	১০১-৩০০	১২,০০০	৯,০০০
ই	৩০১-৫০০	১৫,০০০	১০,০০০
এফ	৫০১-৭৫০	১৭,০০০	১২,০০০
জি	৭৫১-১০০০	১৬,০০০	১৫,০০০
এইচ	১০০১-তদূর্ধ্ব	২০,০০০	১৭,০০০

(৫) দোকান, সুপার স্টোর, ক্লাব, রেস্টুরেন্ট ও আবাসিক হোটেল এবং কারখানা নয় এমন উৎপাদনশীল শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	০-০১	১০০	৫০
বি	০২-০৩	২০০	৭০
সি	০৪-০৬	৪০০	১০০
ডি	০৭-১০	৫০০	২০০
ই	১১-১৫	১,০০০	৩০০
এফ	১৬-২০	১,৫০০	৫০০
জি	২১-২৫	২,০০০	৭০০
এইচ	২৬-৩০	৩,০০০	১,০০০
আই	৩১-৩৫	৩,৫০০	১,৫০০
জে	৩৬-৪০	৪,০০০	২,০০০
কে	৪১-তদূর্ধ্ব	৫,০০০	৩,০০০

(৬) ঠিকাদার সংস্থার শ্রেণি বিভাগ, লাইসেন্স, নবায়ন ফি ও জামানত হিসাবে বন্ড:

ক্র: নং	কর্মীর সংখ্যা	শ্রেণি বিভাগ	লাইসেন্স ফি	নবায়ন ফি	জামানত হিসাবে বন্ড
১।	১-২০০	এ	২০,০০০/-	৫,০০০/-	২,০০,০০০
২।	২০১-৫০০	বি	৩০,০০০/-	৭,০০০/-	৩,০০,০০০
৩।	৫০১-৭০০	সি	৪০,০০০/-	১০,০০০/-	৪,০০,০০০
৪।	৭০১-১০০০	ডি	৫০,০০০/-	১৫,০০০/-	৫,০০,০০০
৫।	১০০১-২০০০	ই	৬০,০০০/-	১৮,০০০/-	৬,০০,০০০
৬।	২০০১-৪০০০	এফ	৭৫,০০০/-	২০,০০০/-	৭,৫০,০০০
৭।	৪০০১-তদূর্ধ্ব	জি	১,০০,০০০/-	২৫,০০০/-	১০,০০,০০০

সুস্থ শ্রমিক, নিরাপদ জীবন,
নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
২৩-২৪ কাওরান বাজার (২য় ও ৩য় তলা), ঢাকা-১২১৫
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৫০ ১৩৬২৬
Email : chiefdife@gmail.com
Web : www.dife.gov.bd